সাপ্তাহিক
প্রতিবেশী
সংখ্যা : ২৫ ● ১১ - ১৭ জুলাই, ২০২১ খ্রিস্টাব্দ

প্রথম বাংলাদেশী ভাতিকান কূটনীতিক
রাজশাহীর ফাদার লিংকু লেনার্ড গমেজ

নতুন নেতৃত্বে দায়িত্ব হস্তান্তর

উপাসনায় পরিচালকের-যাজকের যথার্থ আচরণ

আর্চবিশপ মজেস কস্তা সিএসসি ব্রাদার বিজয় হ্যারল্ড সিএসসি এন্ড্রু কিশোর ফাদার পৌল ডি'রোজারিও (ভাতৃক) ফাদার আলফোন্স

তোমাদের কর্মে তোমরা থাকবে অবিস্মরণীয় হয়ে সকলের অন্তরে

প্রথম মৃত্যুবার্ষিকী

প্রয়াত ক্লেমেন্ট রোজারিও

জন্ম : ২ আগস্ট ১৯৬০ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু : ১৩ জুলাই ২০২০ খ্রিস্টাব্দ
কুচিলাবাড়ী, মঠবাড়ী ধর্মপল্লী, গাজীপুর

নয়ন তোমারে পায় না দেখিতে
রয়েছ নয়নে নয়নে,
হৃদয় তোমারে পায় না জানিতে
হৃদয়ে রয়েছ গোপনে

বাবা,

একটি বছর হয়ে গেল তুমি আমাদের মাঝে নেই। এখনো বিশ্বাস হয় না তুমি আমাদের ছেড়ে চলে গেছো পরম পিতার কাছে। তোমার হাসিমাখা মুখ, তোমার অভ্যাস, তোমার কথা বলার ধরন, তোমার স্নেহ, তোমার শাসন, তোমার পছন্দের জিনিস সব কিছু তোমাকে মনে করিয়ে দেয়। কি করে ভুলবো তোমায়? তোমার অনুপস্থিতি প্রতিটি মুহূর্তে আমাদেরকে কষ্ট দেয়।

তোমার মৃত্যুর সংবাদ সকলকে কষ্ট দেয়। তোমার অনুপস্থিতিতে জানতে পেরেছি মানুষ তোমাকে কতটা পছন্দ করতো আর ভালোবাসতো। মানুষ যখন তোমার প্রশংসা করে, তোমার ভাল বলে, তোমার উপকারের কথা স্মরণ করে, মেয়ে হয়ে তখন সবচেয়ে বেশি গর্ব করি।

আমরা বিশ্বাস ও প্রার্থনা করি তোমার ভাল কাজের জন্য ঈশ্বর তোমাকে স্বর্গে স্থান দিয়েছেন। তুমি স্বর্গ থেকে আমাদের সবার জন্য প্রার্থনা ও আশীর্বাদ কর যাতে তোমার আদর্শ পথে চলতে পারি।

শোকার্ত পরিবারের পক্ষে

সহধর্মিনী : শিউলি রোজারিও
বড় মেয়ে ও মেয়ে জামাই : রতি রোজারিও ও জেফরি টমকালো
নাতনি : এ্যাঞ্জলিন ও স্যাইলিন টমকালো
ছোট মেয়ে : নিশি রোজারিও

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী

বর্ষ : ৮১, সংখ্যা : ২৫
১১ - ১৭ জুলাই, ২০২১ খ্রিস্টাব্দ
২৭ আষাঢ় - ০২ শ্রাবণ, ১৪২৮ বঙ্গাব্দ

সম্পাদক
ফাদার বুলবুল আগস্টিন রিবেরু

সম্পাদকীয় বোর্ড
ফাদার কমল কোড়াইয়া
মারলিন ক্লারা বাড়ৈ
থিওফিল নিশারন নকরেক

সহযোগিতায়
সুনীল পেরেরা
জ্যাষ্টিন গোমেজ

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা
ফাদার বুলবুল আগস্টিন রিবেরু

প্রচ্ছদ ছবি
সংগৃহীত, ইন্টারনেট

সার্কুলেশন ও বিজ্ঞাপন
মেরী তেরেজা বিশ্বাস
লিটন ইসাহাক আরিন্দা

বর্ণ বিন্যাস ও গ্রাফিক্স
দীপক সাংমা
নিশুতি রোজারিও
অংকুর আন্তনী গমেজ

মুদ্রণ : জেরী প্রিন্টিং
৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষ্মীবাজার, ঢাকা - ১১০০
ফোন : ৪৭১১৩৮৮৫

চিঠিপত্র/বিজ্ঞাপন/গ্রাহক
চাঁদা/ লেখা পাঠাবার ঠিকানা
সাপ্তাহিক প্রতিবেশী
৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষ্মীবাজার, ঢাকা - ১১০০, বাংলাদেশ
ফোন : ৪৭১১৩৮৮৫
E-mail :
wklypratibeshi@gmail.com
Visi: : www.weekly.pra:ibeshi.org

সম্পাদক কর্তৃক খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্র
৬১/১ সুভাষ বোস এভিনিউ, লক্ষ্মীবাজার
ঢাকা-১১০০ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত

সম্পাদকীয়

যথাযথ আচরণ করুন!

ঈশ্বর মানুষকে তাঁর ভালবাসা ও উত্তমতা দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। আর মানুষ তার জীবন, আদর্শ এবং সেবাকাজের মধ্যদিয়ে ঈশ্বরের সৃষ্টি কাজে অংশ নিয়ে ও তাঁর পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করে তাঁর উত্তমতার প্রকাশ করছে। বিগত বছরটিতে কোভিড-১৯ করোনাভাইরাসের ভয়াবহ আক্রমণে দেশ হারিয়েছে অনেক সূর্যসন্তানকে। বাংলাদেশ মণ্ডলীও হারিয়েছি আর্চবিশপ, ফাদার, ব্রাদার, সিস্টার, গায়ক, মুক্তিযোদ্ধা ও শিক্ষকসহ অনেকজন খ্রিস্টভক্তদের, যারা তাদের শিক্ষা, গুনাবলী, আদর্শ ও জীবন দিয়ে ঈশ্বর ও মানুষের সেবা করেছেন। ২০২০ খ্রিস্টাব্দের জুলাই মাসেই আমরা হারিয়েছিলাম খ্রিস্টান সমাজের গর্ব, সর্বস্তরের মানুষের কাছে খ্রিস্টকে প্রকাশকারী সকলের অতি পরিচিত ও প্রিয়মুখ, হৃদয় হরণকারী কণ্ঠের যাদুকর কণ্ঠশিল্পী এন্ড্রু কিশোর; দীন-দরিদ্রদের রক্ষক ও উত্তম মেষপালক আর্চবিশপ মজেস; সহজ-সরল মানুষ ও সুলেখক ফাদার পৌল ডি'রোজারিও (জয়গুরু); সকলের বন্ধু ও শিক্ষাবিদ ব্রাদার বিজয় হ্যারল্ড রড্রিক্স সিএসসি একটু আগেই চলে গিয়েছিলেন। তাদের হারিয়ে আমাদের হৃদয় যখন ভারাক্রান্ত তখন এ বছর জুলাই মাসে আমরা হারালাম নিবেদিত মিশনারী ফাদার আদলফো লিম্পেরিও পিমে এবং স্বদেশী মিশনারী অতি সাধারণ কিন্তু পবিত্র যাজক ফাদার বনিফাস মূর্মূকে। তারা আমাদের জীবনে অনুকরণীয় ব্যক্তিত্ব। কেননা তারা তাদের জীবন বাস্তবতায় বিভিন্নভাবে ঈশ্বরের দানের যথার্থ ব্যবহার করে মানুষের মঙ্গল সাধন করেছেন ও খ্রিস্টের ভালোবাসা এবং সেবা অনেকের কাছে মূর্ত করেছেন। ঈশ্বর আমাদেরও বিভিন্ন দান দিয়েছেন। আর এই দানগুলো আমরা যেন ঈশ্বর ও মানুষের মঙ্গল সাধনের জন্য ব্যয় করি। আমাদের পরলোকগত প্রিয়জন যাদের আমরা হারিয়েছি তারা ঈশ্বরের দেওয়া সেই দানগুলোর যথাযথ ব্যবহার করে মানুষের জীবনে বিভিন্নভাবে অবদান রেখে যাবার মাধ্যমে আমাদেরকে আহ্বান করছেন যেন আমাদের প্রতিদিনকার জীবনে ঈশ্বরের দানের যথাযথ ব্যবহার করি। ধর্মীয়, সামাজিক, শিক্ষা, সংস্কৃতি ও রাজনৈতিক জীবনের তাদের অবদান অবিস্মরণীয়। তাদের জীবন ও সেবা কাজ আমাদেরকে দেয় অনুপ্রেরণা, সাহস এবং সামনে এগিয়ে যাবার শক্তি। আমরা গানে বলে থাকি, নিজেরে পুরায়ে প্রদীপ যেমন আলো করে বিকিরণ, পরের সেবায় তেমনি প্রভু আমায় করো তুমি বিকিরণ. . । এই মহান ব্যক্তিগণ অন্যদের জীবনকে যেমন আলোকিত করেছেন তাদের দেখে আমরাও প্রথমে নিজেরা আলোকিত হতে পারি এবং পরে অন্যকেও আলোকিত করতে পারি।

স্রষ্টা ও তাঁর সৃষ্টি গভীরভাবে সম্পর্কযুক্ত। ঈশ্বরের সৃষ্ট প্রকৃতি মানুষের জীবনে মসৃণভাবে পরিচালিত হতে সর্বদা সহায়তা করছে। তবে প্রকৃতির সাথে মানুষ যখন যথাযথ আচরণ না করে তখন প্রকৃতি স্বতঃস্ফূর্তভাবে বিরূপ প্রতিক্রিয়া করে থাকে। ফলশ্রুতিতে প্রকৃতি ও মানুষের স্বাভাবিক ধারা বিঘ্নিত হয়। প্রকৃতি ও মানুষের সম্পর্কের ব্যাঘাত ঘটে। সুতরাং মানুষের দায়িত্ব হচ্ছে সৃষ্টিকর্তা ও তাঁর সৃষ্টির সাথে সুন্দর আচরণ করা। আর এ সুন্দর আচরণের প্রকাশ ঘটাবে প্রকৃতির নিয়ে। আমরা যথাযথভাবে আচরণ করি না বলেই প্রকৃতি ও মনুষ্যসৃষ্ট সমস্যা দিনদিন বেড়েই চলেছে। করোনাভাইরাস নিয়ন্ত্রণ করতে আমরা ব্যর্থ হচ্ছি কেননা আমরা ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগতভাবে যথাযথ আচরণ করছি না। করোনা নিয়ন্ত্রণে সরকার নির্দেশিত বিধি-নিষেধ মানছি না। যেনতেনভাবে জীবন-যাপন করে নিজেকে, সমাজ ও দেশকে বিপদের মুখোমুখি করছি। যথাযথভাবে আচরণ করা এবং জীবন পরিচালনা করার শিক্ষা শিশুকাল থেকেই দান করতে সচেষ্ট হতে হবে। তা না হলে প্রকৃতির রুদ্ধরোষ ও মানুষের উশৃঙ্খলতার শিকার আমাদের প্রায়ই হতে হবে। পরিবার, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সম্বলিতভাবে উদ্যোগ নিলে ও তদারকি করলে শিশু-কিশোরদেরকে সঠিক আচরণ ও ব্যবহার শিক্ষা দেওয়া সম্ভবপর হবে বলে মনে করি। তবে সচেতন থাকতে হবে পিতামাতা ও মুরুব্বীশ্রেণীর মানুষেরাও যেন সমশ্রেণী ও ছোটদের সাথে যথাযথ আচরণ করে। যথাযথ আচরণ আমাদেরকে সুন্দর শান্তিপূর্ণ সমাজ গড়তে সহায়তা করবে।

আমরা বিভিন্নভাবে ঈশরের প্রশংসা ও আরাধনা করি। তার মধ্যে উপাসনা হচ্ছে অন্যতম। উপাসনা হচ্ছে মণ্ডলীর প্রাণ। আর সেই উপসানায় যথাযথ আচরণ করা আমাদের দায়িত্ব। এক্ষেত্রে উপাসনা পরিচালক এবং ভক্তজনগণ উভয়েরই দায়িত্ব পালন করা প্রয়োজন। উপাসনা চলাকালে অতিরিক্ত নড়াচড়া, চাহনি, অঙ্গভঙ্গি, পোশাক-আশাক, অপ্রয়োজনীয় কথা বলা, প্রার্থনার উত্তর না দেওয়া, ঘুমানো, অস্থিরতা, কথা বলা, অশালীন ও অসৌজন্যমূলক আচরণ অনেক সময় উপাসনার ভক্তি ও পবিত্রতা নষ্ট করে। উপাসনায় বাহ্যিক আচরণ সুন্দর রাখার সাথে সাথে পুনর্মিলন ও পবিত্রতার বিষয়টিও লক্ষ্যণীয়। বর্তমান কোভিড-১৯ মহামারীকালে উপাসনায় অংশগ্রহণের ক্ষেত্রেও যেন যথাযথ স্বাস্থ্যবিধি ও নির্দেশনা মেনে উপাসনায় অংশগ্রহণ করি। এক্ষেত্রে আমরা নিজের স্বাস্থ্য এবং অন্যের স্বাস্থ্য সুরক্ষার প্রতি সচেতন হয়ে উঠি। কভিড-১৯ মহামারীতে মানুষের জীবনের অসহনীয় দুঃখ কষ্ট নেমে এসেছে। তবুও এই সংগ্রামে আমরা হাল ছাড়বো না বরং ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস রেখে, ধৈর্য, সচেতনতা, রাষ্ট্রের নির্দেশনা পালনের মাধ্যমে জয়ী হবো। এই দুরাবস্থাকালে আমরা একজন আরেকজনের পাশে দাঁড়াই, পরস্পরকে সাহায্য, সান্ত্বনা ও সাহস দান করি। ঈশ্বর যিনি আমাদের জীবনদাতা তিনিই আমাদের এই মহামারীর হাত থেকে রক্ষা করবেন। সবার সুস্থ ও সুরক্ষিত জীবন কামনা করি। আর সে সুরক্ষিত জীবন আসবে সকলের যথাযথ আচরণের মধ্যদিয়ে। †

যিশু শিষ্যদের আরও বললেন, 'তোমরা যে কোন স্থানে যে বাড়িতে প্রবেশ কর, সেই স্থান থেকে চলে না যাওয়া পর্যন্ত সেই বাড়িতেই থাক। (মার্ক ৬:১০)

অনলাইনে সাপ্তাহিক প্রতিবেশী পড়ুন : www.weekly.pratibeshi.org

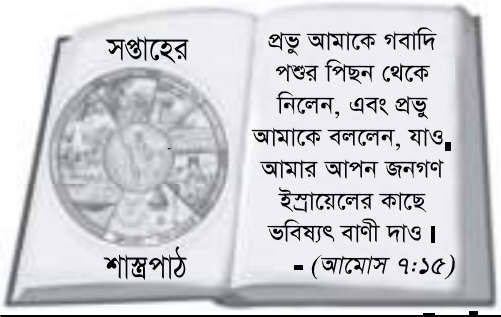

কাথলিক পঞ্জিকা অনুসারে সপ্তাহের বাণীপাঠ ও পার্বণসমূহ ১১ - ১৭ জুলাই, ২০২১ খ্রিস্টাব্দ

১১ জুলাই, রবিবার
আমোস ৭: ১২-১৫, সাম ৮৫: ৯কখ, ১০, ১১-১৪, এফেসীয় ১: ৩-১৪ (অথবা ১: ৩-১০), মার্ক ৬: ৭-১৩

১২ জুলাই, সোমবার
যাত্রা ১: ৮-১৪, ২২, সাম ১২৪: ১-৮, মথি ১০: ৩৪ -- ১১: ১

১৩ জুলাই, মঙ্গলবার
২: ১-১৫ক, সাম ৬৯: ২, ১৩, ২৯-৩০, ৩২-৩৩, মথি ১১: ২০-২৪

১৪ জুলাই, বুধবার
যাত্রা ৩: ১-৬, ৯-১২, সাম ১০৩: ১-৪, ৬-৭, মথি ১১: ২৫-২৭

১৫ জুলাই, বৃহস্পতিবার
সাধু বোনাভেঞ্চার, বিশপ ও আচার্য-এর স্মরণ দিবস
যাত্রা ৩: ১৩-২০, সাম ১০৫: ১, ৫, ৮-৯, ২৪-২৭, মথি ১১: ২৮-৩০
অথবা: সাধু-সাধ্বীদের পর্বদিবসের বাণীবিতান:
এফেসীয় ৩: ১৪-১৯, সাম ২৩: ১-৬, যোহন ১৪: ৬-১৪

১৬ জুলাই, শুক্রবার
কার্মেলের রাণী মারীয়ার স্মরণ দিবস
যাত্রা ১১: ১০-- ১২: ১৪, সাম ১১৬: ১২-১৩, ১৫, ১৬খগ, ১৭-১৮, মথি ১২: ১-৮
অথবা: সাধু-সাধ্বীদের পর্বদিবসের বাণীবিতান:
জাখারিয়া ২: ১৪-১৭, সাম লুক ১: ৪৬-৫৫, লুক ২: ১৫-১৯; অথবা মথি ১২: ৪৬-৫০

১৭ জুলাই, শনিবার
মা মারীয়ার স্মরণে খ্রীষ্টযাগ
যাত্রা ১২: ৩৭-৪২, সাম ১৩৬: ১, ২৩-২৪, ১০-১৫, মথি ১২: ১৪-২১

প্রয়াত বিশপ, পুরোহিত, ব্রতধারী-ব্রতধারিণী

১১ জুলাই, রবিবার
+ ১৯৭৪ ফাদার জের্ভে লাপিয়ের (চট্টগ্রাম)

১২ জুলাই, সোমবার
+ ২০১৯ ফাদার পরিমল এফ. পেরেরা সিএসসি (ঢাকা)

১৩ জুলাই, মঙ্গলবার
+ ১৯৯৭ ব্রাদার ফেলিক্স স্কন সিএসসি (ঢাকা)
+ ২০০২ ফাদার চেসারে পেসে পিমে (দিনাজপুর)
+ ২০০৪ সিস্টার মেরী ভির্জিনিয়া এসএমআরএ (ঢাকা)
+ ২০২০ আর্চবিশপ মজেস কস্তা সিএসসি (চট্টগ্রাম)
+ ২০২০ ফাদার পল ডি'রোজারিও জয়গুরু (রাজশাহী)

১৪ জুলাই, বুধবার
+ ১৮৯৯ সিস্টার লুসি এসএসএমআই (ময়মনসিংহ)
+ ১৯০২ ফাদার আদলফ গাওদম সিএসসি
+ ১৯০৭ ফাদার কার্লো রুহ পিমে (দিনাজপুর)
+ ১৯৬৫ সিস্টার এম. তেরেজা ডু.টি.এসএসএমআই (ময়মনসিংহ)
+ ২০০৫ ফাদার আম্পেলিও গাস্পারত্তো এসএক্স (খুলনা)

১৫ জুলাই, বৃহস্পতিবার
+ ১৯৮৯ মাদার লিওনিল্লা হেবার্ট সিএসসি (ঢাকা)
+ ২০০৩ সিস্টার ডরোথি রোজারিও এলএইচসি (চট্টগ্রাম)

১৬ জুলাই, শুক্রবার
+ ১৯৯৭ ফাদার যোসেফ পোয়ারিয়ের সিএসসি
+ ২০০৯ ফাদার জন বার্কমেয়ের সিএসসি
+ ২০১৮ ফাদার জ্যোতি গমেজ (ঢাকা)
+ ২০১৮ সিস্টার মেরী সিসিলিয়া এসএমআরএ (ঢাকা)

১৭ জুলাই, শনিবার
+ ১৯৭০ ফাদার ফর্তুনাতো দে পাউলি পিমে (দিনাজপুর)
+ ১৯৭২ ফাদার গুইদো মার্গুত্তি (দিনাজপুর)
+ ১৯৮১ ব্রাদার জর্জ নোকস সিএসসি (ঢাকা)
+ ২০১৩ সিস্টার মেরী মাইকেল পিসিপিএ (ময়মনসিংহ)

মৃত্যু যদি না থাকত

আমরা জানি মানুষ মরণশীল, তারপরও যদি ধরি, মানুষর মৃত্যু নাই, কোন জীব জন্তু, পশু পাখীর মৃত্যু নাই, কীট-পতঙ্গ, গাছ পালার মৃত্যু নাই, তা হলে বিশ্ব পরিস্থিতি কেমন হত?

মৃত্যু যদি না থাকত তা হলে মানুষের জীবনযাত্রা এবং পৃথিবীর রূপ হত ভিন্নতর। প্রতিটি পরিবার হত বিশাল। একই সাথে বিভিন্ন পশু-পাখী, গাছপালা, কীট পতঙ্গ - এ সবের সংখ্যাও হত বিশাল। মানুষ বা পশুপাখীর বসবাসের ঠাই হত না। মানুষ হয়ত বহুতল বিশিষ্ট বাড়ী তৈরী করত, কিন্তু কত জনে তা করতে পারত! মানুষ যত উপরেই থাকুক না কেন, তাকে মাটিতে নামতেই হবে। আবার নামার জন্য মাটি থাকতে হবে। গৃহ পালিত পশু পাখীর জন্যও বাসস্থানের দরকার, কৃষি জমি থাকা দরকার। বসত বাড়ীতে বাসস্থানের জন্য মানুষ কৃষি জমি, নদী-নালা, ডোবা জায়গা, খেলার মাঠ, পাহাড়-পর্বত দখল করে নিত, এতেও মানুষের মাথা গোজার জন্য স্থান সংকূলান হবে না, মানুষ তখন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও উপাসনালয় দখল করে নিত। মানুষ ছাড়াও রয়েছে বনের পশু পাখী, কীট পতঙ্গ, এসব কোথায় থাকবে? মানুষ ও বনের পশুপাখী কি মিলে মিশে থাকত? উৎপাদন বন্ধ হয়ে যেত, শিক্ষা ও খেলাধূলা হুমকির মধ্যে পড়ত। মানুষ, পশুপাখী ও পোকামাকড় সর্বত্র কিলবিল করতে থাকত। এটা এক অসহনীয় পরিবেশ হয়ে উঠত। জীবের আছে নানা রকম রোগ-ব্যধি, বার্ধক্যজনিত সমস্যা, অনেক রোগ ও সমস্যা আছে যার কোন চিকিৎসা নাই, সমাধান নাই, তাদের অবস্থা কেমন হত? কিছু কিছু রোগ আছে যেমন পঙ্গু, অন্ধ, পারালাইসড, প্রতিবন্ধি, ডায়াবেটিস এসব সারাজীবন বহন করতে হয়।

নানবিধ যটিলতা ও জনসংখ্যাধীক্কের কারণে প্রশাসনিক বাবস্থা অচল হয়ে পড়ত। সারা জীবন কষ্ট ও যন্ত্রণায় চিৎকার করত, আত্মীয়-স্বজন বিরক্ত হত, রাগ করত, কারও কাছে কিছুই ভাল লাগত না, বৃদ্ধদের সেবা যত্নের লোক থাকত না, তারা চরম কষ্টের শিকার হত। আদম হবা থেকে শুরু করে আজকের বৃদ্ধদের কি করুণ অবস্থাই না দেখত হত! পুরো বিশ্বই অচল হয়ে পড়ত। তাই বিশ্ব পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখার জন্য এবং যন্ত্রণাময় জীবন থেকে মুক্তির একমাত্র পথ মৃত্যু। তাই মৃত্যু আবশ্যক তা স্বীকার করতেই হবে।

মৃত্যু না থাকলে ফাসির দণ্ডাদেশ বা আত্মহত্যা থাকত না, কবরস্থান থাকত না, ভাল ও মন্দের কোন পার্থক্য থাকত না, মন্দ তথা পাপের কাজ বেশি হত, পৃথিবীতে মানুষের বসবাসের স্থান হত না, পুনরুথান বলে কিছুই থাকত না, ঈশ্বরভীতি বা শেষ বিচারের ভয় থাকত না, ঈশ্বরভীতি না থাকার কারণে অন্যায় অবিচার অব্যাহত থাকত, আধ্যাতিকতা বা নৈতিকতা বলতে কিছু থাকত না, স্বর্গে যাওয়ার আনন্দ থাকত না, নরকের ও ভয় থাকত না, সাধু-সাধ্বী বলে কেউই সম্মানিত হত না, ঈশ্বরের সাথে মিলিত হওয়ার সুযোগ থাকত না । ঈশ্বরের সৃষ্টিকর্ম মলিন হয়ে যেত।

মৃত্যু আছে বলেই, ভাল ও মন্দের পার্থক্য আছে, পুনরুথান আছে, প্রার্থনা, পূজা পার্বণ ও আধ্যাত্মিকতার চর্চা আছে, কদিন ঐশ্বরাজ্যে প্রবেশ করে ঈশ্বরের সাথে মিলিত হওয়ার সৌভাগ্য মানুষের আছে। মৃত্যু স্বর্গরাজ্যে প্রবেশের এক অদৃশ্য দরজা বা একটি সেতু বন্ধন। মৃত্যু বিনাশ নয়, মৃত্যু নতুন জীবনের শুরু। তাই জন্মকে যেমন আমরা স্বাগত, মৃত্যুকেও তেমনি স্বাগত জানানো উচিৎ।

সুতরাং বলা যেতে পারে বিশ্ব শান্তির জন্য, সুন্দর বিশ্ব ও বিশ্বের নিরাপত্তার জন্য এবং ঈশ্বরের পুত্র যিশুখ্রিস্টের সাথে স্বর্গরাজ্যে মিলিত হওয়ার জন্য মৃত্যু আবশ্যক। দুই শত বছর পূর্বে যারা জন্ম গ্রহণ করেছিল, আজ তারা কেউ বেঁচে নাই, তাদের মৃত্যু নতুন প্রজন্মদের জন্য জায়গা করে দেওয়া। যেহেতু মৃত্যু আছে, তাই মৃত্যুর জন্য সদা প্রস্তুত থাকাই বুদ্ধিমানের কাজ। মৃত্যু স্বর্গে যাওয়ার প্রবেশ পথ। তাই বলতে হবে 'মৃত্যু তুমি স্বাগতম'।

বেঞ্জামিন গমেজ
আমেরিকা।

উপাসনায় পরিচালকের-যাজকের যথার্থ আচরণ

ফাদার সুশীল লুইস

পূর্ব প্রকাশের পর

উপাসনায় অতিরিক্ত বা বেশী নড়াচড়া সুন্দর নয়, দৃষ্টিকটূ। যেখানে সেখানে জিনিস রাখাও শোভনীয় নয়। যারা উপাসনা চালান তাদের অশালীন ও অসৌজন্যমূলক আচরণ অনেকবার উপাসনায় অংশগ্রহণকারীদের বিরক্তি আনতে পারে। যেমন কর্কশভাবে বা জোরে কথা বলা, রাগত দৃষ্টি ও ভাব প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে বেশ অসুন্দর, কষ্টকর ও বিঘ্নজনক হতে পারে। আর এভাবে তারা মাঝে মাঝে তাদের ভাবে, আচরণে সরাসরি বা পরোক্ষভাবে অশোভনীয়ভাব প্রকাশ করতে পারেন। বাস্তবতা হিসাবে বলা যেতে পারে: উপাসনায় প্রকাশ্যে প্রকটভাবে রাগ করা, তিক্তভাবে গালি দে'য়া, কোন কিছু হঠাৎ থামিয়ে দেয়া, নিন্দা-সমালোচনা করা, মানুষের দোষ উপস্থাপন করা, কোন কিছুতে বাড়াবাড়ি করা, হঠাৎ নতুন কিছু যোগ করা প্রভৃতি অসুন্দরের মধ্যে পড়তে পারে। অন্যের প্রতি রাগ, ঘৃণা, বিদ্বেষ, বিরূপ মনোভাব, স্বার্থ এসব থেকে মুক্ত না হলে মানুষ এখনও সংকীর্ণতায় অসুন্দর, দুর্বল। কারণ এসবও কোন না কোনভাবে উপাসনায় প্রকাশ পাবে এবং উপাসনাকে নানাভাবে প্রভাবিত করবে। ভেতরে বাইরে মানুষকে সুন্দর হতে হবে। যিশু নিজেও এরূপ ভাব থেকে মুক্ত হয়ে উপাসনা করতে বলেছেন: "তোমার নৈবেদ্য ফেলে রেখেই ফিরে যাও। আগে ভাইয়ের সঙ্গে পুরনো সদ্ভাব ফিরিয়ে আনো, তারপরেই এসো তোমার ওই নৈবেদ্য উৎসর্গ করতে" *(মথি ৫:২৪)*। এসব থেকে তাই বের হয়ে সর্বদা মুক্ত ও নূতন হতে হবে।

-আর কয়েকবার তাদের কাজের ধরণ, চাহনি, হাবভাব, নড়াচড়া, অঙ্গভঙ্গি প্রভৃতি দিয়েও অশালীন, অসুন্দর, অভক্তির আচরণ প্রকাশ করতে বা গোপনে তা পোষণ করতে পারেন। অনেকবার সেসব বেশ প্রকটভাবে প্রকাশিত, কয়েকবার খুব অল্প প্রকাশিত, কিছুবার সেসব নীরবে প্রকাশিত বা কখনও প্রকাশিত নয়। জোবাট নামক এক ব্যক্তি লিখেন "সত্যিকারের সৌন্দর্য মনের চোখ দিয়েই দেখতে হয়"। শালীনতা ভাল কিন্তু তা যেন আন্তরিকতাসহ হয়। তাহলে মানুষ সেসব দেখতে পারবে।

-লেখার কারণে আবারো কিছু উদাহরণ ব্যবহার করছি। একদিন ঔপাসনিক পোশাক পরা একজন যাজক উপাসনার শুরুতে পা দিয়ে লাথি মেরে উপাসনালয়ের মোড়া সরিয়ে দিচ্ছেন-দেখে বেশ খারাপ লাগল-কারণ এটা তো শোভনীয় নয়। উপাসনা চলাকালে চেয়ারে বসা সুশিক্ষিত একজন যাজকের পায়ের নীচে মণ্ডলীর প্রাহরিক প্রার্থনার বই। আমার এ দৃশ্য দেখা অনেক চিন্তার, কষ্টের ও বিঘ্নের। একবার দলীয় খ্রিস্টযাগ করতে গেছি-শুরুতেই প্রধান পৌরহিত্যকারী খুব তাড়াড়াড়ি চেয়ারে বসে প্রণাম শেষ করলেন-অন্যেরা তখনও বসেননি। উপাসনার কোন এক পর্যায়ে দু'এক জন যাজক দ্রুত অন্যত্র সরে গেলো সঙ্গতিহীনভাবে। এসব দেখে কারো কারো মনে খুব অস্বস্তি জাগতে পারে। সেখানে তাদের মন কিছুক্ষণের জন্য এলোমেলো হয়ে হয়ে যেতে পারে। আমি এরূপ বাস্তবতাগুলিকে উপাসনার অশোভনীয় দিক বলে অভিযুক্ত করি।

-কখনও কখনও শারীরিক শাস্তি, অবমাননাও এর মধ্যে আসতে পারে। উপাসনায় বেশ কয়েকবার ছোটদের শারীরিক শাস্তি দিতে দেখেছি, কোন কোন বার প্রহার করার কথা শুনেছি। এমনও শুনেছি শাস্তি, অপমান, গালি ইত্যাদির কারণে কিছু ভক্ত প্রায়ই গির্জায় যান না। সুন্দর পোশাক থাকলেও এসব তো উপাসনায় সুন্দর নয়। এমার্সন বলেন: "একটি সুন্দর মুখের চেয়ে একটি কুৎসিত মুখের মধুর কথা অধিকতর সুন্দর।" এসব উপাসনার গতিতে অবশ্যই বাধা দেয়, পরিবেশ নষ্ট করে।

খ্রিস্টপ্রসাদ গ্রহণের আগে শান্তির প্রার্থনা ভক্তদের বলার কথা নয়, এটা পৌরহিত্যকারীর প্রার্থনা। কিন্তু দু'এক বার আগের অভ্যাসবশতঃ ভক্তগণ তা বলছিলেন তাতে প্রধান পুরোহিত খুব রাগ ক'রে তৎক্ষণাৎ ধমকের স্বরে বলেন: এ প্রার্থনা শুধু পুরোহিতের বলার কথা। এতে ভক্তগণ অবাক হয়ে থেমে যান; তাদের আগে কোন কিছু বলা নেই, ব্যাখ্যা করা নেই বা হলেও তারা ভুলে গেছেন আর তাই হঠাৎ বিনা মেঘে বৃষ্টিপাতের মত কিছু অপ্রত্যাশিত বচন।

উপরোক্ত অসুন্দর বাস্তবতাগুলি অন্তরে বিচ্ছিন্নতা, ব্যাঘাত, বিক্ষোভ, অমনোযোগ প্রভৃতি সৃষ্টি করতে পারে। অনেক বাস্তবতায় ভক্তজনগণ পুরোহিতের মধ্যে শোভনভাব দেখতে প্রত্যাশা করেন। তার ব্যবহার, কথা, নড়ানড়া, দৃষ্টি, অঙ্গভঙ্গী ও সমস্ত কিছুতে অশালীনতা, কৃত্রিমতা থাকলে তারা ব্যথা পান। মানুষের মনে আঘাত সৃষ্টি হলে, ভাঙ্গন এলে এসব সহজে নিরাময় হয় না। মানুষ ধর্মকর্ম করতে পছন্দ করেন কিন্তু এরূপ আচরণ পেলে তারা কি ধর্মকর্ম থেকে দূরে থাকবেন না?

উপাসনায় যেমন তেমনভাবে বসাও ভাল লাগে না। বেদীতে যারা বসেন কয়েকবার তাদের ব্যবহার, কথাবার্তা, অঙ্গভঙ্গী, যেমন তেমনভাবে পোশাক পরা, অমনোযোগ, হাসাহাসি, অযথা এদিক সেদিক তাকানো, বেশী নড়াচড়া, অস্থিরতা প্রকাশ, সমস্ত কিছুতে অভক্তি, অতিরিক্ত আরামে বসা, অসামঞ্জস্য প্রভৃতি থাকলে ভক্তবৃন্দ ব্যথা পান, সাবলীলভাবে উপাসনা করতে বাধা পান। যেমন পাঠ ভাল না করা, কোন কিছু ভুল করা, উপাসনায় যেভাবে ইচ্ছা সেভাবে করা, এসব অন্যদের সামনে ক্ষতিকর প্রভাব ফেলে। অন্যদিকে সাজপোশাক, জিনিস ব্যবহার, নির্দেশনা-পরিচালনা, উপদেশ প্রভৃতিতে পূর্ব প্রস্তুতি না থাকলে, ঠিকভাবে না করা হলে সেসব ভক্তদের মনে কোন প্রকার বিঘ্ন, অশান্তি সৃষ্টি করতে পারে। তাই সেসব না করা, বাদ দে'য়া ভাল। কারণ এ সব থাকলে উপাসনা হবে বাহ্যিক অনুষ্ঠান যার সঙ্গে অন্তরের বেশী যোগ থাকবে না, উপাসনা তত অর্থপূর্ণ হবে না। এসব ভক্তদেরও উপাসনায় পূর্ণরূপে অংশগ্রহণ করা থেকে দূরে রাখতে পারে।

অবশ্য এখানে আমি উপাসনায় ব্যাঘাতকারী, বা অন্য পথে পরিচালনাকারী ব্যক্তির সাথে তাদের নানা আচরণ ও কর্মও বুঝাতে চাই। রবি ঠাকুর লিখেছেন: "আত্মার কার্য আত্মীয়তা ইহা হইতেই সৌন্দর্য্য সৃষ্টি হইল।" সৌন্দর্য চর্চার মাধ্যমে শ্রীবৃদ্ধি ঘটানো যায়, কিন্তু দীর্ঘস্থায়ী করা যায় না। মনের সৌন্দর্য যে অগ্রাধিকার দেয়, সংসারে সেই জয়লাভ করে। সৌন্দর্য বোধটা জাতির অনেক বড় একটা গুণ।

শালীনতা এক বড় শক্তি। কোথাও কথাগুলি পড়েছিলাম: জীবনের সকল মিষ্ট ছোট ছোট শালীনতাগুলিকে প্রণাম জানাও; সেগুলি জীবনের রাস্তা সমান করে। ভাল ব্যবহার ও কোমল কথা অনেক কঠিন জিনিস চলে যেতে অবদান রেখেছে। জর্জ বেনক্রফ্‌ট বলেন: "সৌন্দর্য হল অনন্তের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য প্রতিমূর্তি বা প্রতিবিম্ব। সত্য ও ন্যায্যতার মত এটা আমাদের মধ্যে বাস করে; গুণ এবং নৈতিক নিয়মের মত এটা হল আত্মার সঙ্গী।" কবি মিল্টন লিখেছেন: "তুমিও সুন্দর হও, তোমার অন্তরের সৌন্দর্যকে বিকশিত করে।"

যাজক ধর্মের মানুষ, প্রার্থনার মানুষ। তাকে উপাসনায় নিবিড়ভাবে সেটা ফুটিয়ে তুলতে হবে। কয়েক বার তার মধ্যে প্রার্থনার সময় আনন্দ ও ধন্যবাদের ভাব, ঈশ্বরের প্রতি প্রশংসার ভাব থাকে না। অন্তর পবিত্র হলে শরীর পবিত্র হয়। অন্তর যা দিয়ে ভরা থাকে বাইরে তাই বের হয়।

সৌন্দর্য অন্তরের সৃষ্টি, ছবির মত, গল্পের মত, গানের মত তা কথা বলে, মানুষকে পরিচালনা করে অন্তরতর উপাসনায়। বিচিত্র সৌন্দর্য

চর্চার মাধ্যমে এর শ্রীবৃদ্ধি ঘটাতে হবে। তবে মনের সৌন্দর্যকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। অনেক কাজ ও সাধনায় জীবনে পরিবর্তিত হয়ে নূতনতর হতে হয়। মনে রাখতে হবে, ভদ্র হতে গেলে আলস্য অবহেলা বিসর্জন করিতে হয়- বলেছেন রবি ঠাকুর।

সৌন্দর্য হলো মানুষের মধ্যে আত্মার সাথী, অসীমের দৃশ্যমান একরূপ। মানুষের অন্তরাত্মার সৌন্দর্য সাধারণত সুখ, তৃপ্তি তার মুখমন্ডলে আনন্দপূর্ণ দৃষ্টি, মুখের হাসি, সুন্দর কাজ, উপাসনা, গান, ছবি প্রভৃতিতে প্রকাশিত হয়, যদিও সেসব ক্ষেত্রে মাঝে মাঝে মিথ্যা, ভন্ডামী, দুইরূপই থাকতে পারে। শুধু বাইরের এটা সেটা করা, না করা নয়, কিন্তু সত্যিকার শালীনতা থেকে যেটা বের হয়ে আসে গভীর ভালবাসায় সেটাকে ধারণ; যেটা ভিতরের সুন্দর ভাব, চেতনা অনুভূতিতে বাধা দেয় সেসব বর্জন হল প্রধান কথা।

জটিলতা সমাধানে কিছু চিন্তা, মতামত, প্রস্তাবঃ

উপাসনা হল মূলত সমাজগত, দলীয়। হোক সেটা রবিবারের খ্রিস্টযাগ, অন্য সংস্কার বা যাজকের অনুপস্থিতিতে রবিবাসরীয় উপাসনা। সহকারী যাজক বা ভক্তজনগণ কোমল, উন্মুক্ত, বিশ্বাসী মন নিয়ে উপাসনা করতে যান কিন্তু সেখানে গিয়ে কষ্ট পেলে, কোনভাবে মনোযোগ নষ্ট হলে, ভয় পেলে, উপাসনার ধারাবাহিকতার অবসান হলে কিভাবে স্বাচ্ছন্দ্যে শতভাগ উপাসনা করবেন? তাদের মনে অনীহা, উত্তেজনা, অশ্রদ্ধা, প্রশ্ন, দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, ক্ষত, বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি হলে সেখানে কিভাবে মানুষ সহজে, আনন্দে, একমন, একপ্রাণ হয়ে উপাসনা করতে পারবেন? অন্যভাবে বলা যায় যে, ঐ ব্যক্তি সাময়িকভাবে হলেও উপাসনায় পূর্ণভাবে অংশ নিতে পারেন না, সেখানে নানা বাধা আসে। যাহোক, সেগুলি উপাসনায় নানা মাত্রায় অনেক দুর্বলতা আনে, বিরূপ প্রভাব ফেলে। সহার্পণকারী যাজক ও ভক্তের মনে তখন আবার আগের ধারায় শুরু করতে অনেক দেরী হয়, ধৈর্য ও অধ্যবসায় লাগে। আমার ধারণা হতে পারে অনেকে এসব করেন ইচ্ছায়, অনিচ্ছায়, অবহেলায়, অজ্ঞানে-অশিক্ষায়, অভ্যাসে, অনুশীলন-প্রস্তুতির অভাবে, উপযুক্ত পরিচালনা, অংশগ্রহণ, সহায়তা ও পরিবেশের অভাবে। সেজন্য উপাসনা পরিচালকের করণীয় অনেক কিছু থাকতে পারে।

- যাজকগণ সচেতন ও সঠিকভাবে সব সংস্কারের উদ্‌যাপন করতে চেষ্টা করবেন; সার্বিকভাবে সহায়তা করবেন, সামগ্রিক পরিবেশ সৃষ্টি করবেন, উপাসনায় অস্বাস্থ্যকর, অশোভনীয়, বিঘ্নজনক কিছু করবেন না। যাজকদের বার বার সচেতন ও সতর্ক থাকতে হবে যেন উপাসনায় কোন প্রকার অপরিচ্ছন্নতা না থাকে। যাজকগণ তাদের ঔপাসনিক শিক্ষায় নিয়মিত নবায়িত হবেন যদিও তারা আগে সেসব বিষয়ে অনেক শিক্ষা পেয়েছিলেন। উপাসনার নিয়ম, নীতি, শিক্ষা, রীতি, স্বাস্থ্য বিধি বাস্তবায়ন করতে তারা সর্বদা তৎপর থাকবেন। তাদের মাঝে মাঝে এসব বিষয়ে বলা, স্মরণ ও সচেতন করানো প্রয়োজন যেন তারা সেসব সংশোধন করতে পারেন। তাতে তারা নিজেরা ভালমত সেসব করতে আর অন্যরা সেসব বিষয়ে শিখতে পারবেন। উপাসনায় সকল প্রকার পরিচালকের ক্ষেত্রে উপরোক্ত কথাগুলি প্রযোজ্য হতে পারে স্থান কাল হিসাবে।

- দেশের বিভিন্ন গঠনক্ষেত্রে উপাসনা বিষয়ে বার বার এবং ব্যাপক বাস্তব শিক্ষা দান করা দরকার, যেমন ব্রাদার, সিস্টার, রবিবারের উপাসনা পরিচালক, অন্য প্রার্থনা পরিচালকদের। বনানী সেমিনারীতে বন্ধ হয়ে যাওয়া ধর্মানুষ্ঠানগুলি ও সংস্কারীয় ক্রিয়াগুলি বার বার অনুশীলন করা, ছাত্রদের সেসবে যুক্ত থেকে হাতে-নাতে অনুশীলন করা, বাস্তব শিক্ষা লাভ করা সম্ভব। বিভিন্ন গঠনগৃহে শিক্ষকমণ্ডলী নিজেরা ধর্মানুষ্ঠান পরিচালনা করা, বার বার সেসব অনুশীলন করানো, সেসবে ছাত্রদের ভুল সংশোধন দেয়া, সতর্ক ও সচেতন করানো দরকার।

-স্থান-কাল-পাত্র ভেদে প্রয়োজন অনুসারে উপাসনার বিভিন্ন বিষয়ে সবার জন্য সভা সম্মেলন, পর্যালোচনা ও চেতনা সভা করা ফলদায়ক হতে পারে। এসব বিষয়ে হাতের কাছে বই, লেখা ও পত্র পত্রিকার ব্যবস্থা রাখা সহায়ক হবে। উপাসনা বিষয়ে লিখিত সঠিক নির্দেশনা অনেক ক্ষেত্রে বড় অবদান রাখতে পারবে।

- যেসব স্থানে কাটেখিস্টদের উপাসনা শিক্ষা দেয়া হয় সেসব স্থানে এসব বিষয়ে আরো ভাল শিক্ষাদান ও বাস্তবে অনুশীলন করা প্রয়োজন।

উপাসনায় তাই পূর্ণরূপে সফল হতে দক্ষতা-অভিজ্ঞতা, বিশ্বাস, ধর্মজ্ঞান, আগ্রহ, সদিচ্ছা, সচেতনতা, পরিকল্পনা, পূর্ব প্রস্তুতি, পরিবেশ প্রস্তুতি, অনুশীলন, বার বার করার অভ্যাস-প্রচলন, উপযুক্ত পরিচালনা-নিয়ন্ত্রণ, পর্যালোচনা, গঠন-প্রশিক্ষণ, ভুল সংশোধন, নেতৃত্ব, অন্তরের উদারতা, এক অঞ্চল হিসাবে উপাসনায় সমতা রাখার চেষ্টা, ভক্তদের প্রশ্নের উত্তরদান, পুরোহিতসহ ভক্তজনগণের একতা, সুসম্পর্ক, সৃজনশীলতা, ভাল পরিকল্পনা, দায়িত্ববণ্টন, সাধনা প্রভৃতি উপরোক্ত সমস্যাসমূহ থেকে বের হয়ে আসতে অনেক সাহায্য করতে পারবে বলে আমার মনে হয়।

অন্যদিকে স্বাস্থ্যের কথা চিন্তা ক'রে বলা হয় কিছুটা হলেও সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখা অবশ্য প্রয়োজন। সর্বদা মুখোশ পরিধান করা ও স্বাস্থ্যসম্মতভাবে পরিস্কার হাত ও অন্যান্য জিনিস ব্যবহার করা দরকার।

উপাসনা চলাকালে জোরে হাঁচি-কাশির সময় রুমাল ব্যবহার করা ভাল। খ্রিস্টযাগের সময় বেদীর রুমাল দিয়ে মুখ না মোছা সুন্দর, রুচিসম্মত, আর নিতান্ত যদি তা করতেই হয় তবে ব্যক্তিগত অন্য রুমাল দিয়ে তা করলে ভাল।

উপসংহারঃ সৌন্দর্য, পরিবেশ উপাসনার বড় বড় বিষয়। আর এসব ভিতর থেকে আসে এবং ধর্মকর্ম অর্থপূর্ণ ও গভীরতর করতে সাহায্য করে। আজ স্বাস্থ্য নিয়ম মেনে উপাসনা করা প্রয়োজন তাছাড়া মানুষের মনে নানা ভয়, সংশয়, উদাসীনতা ইত্যাদি আসতে পারে। এখানে একটি কথা পরিস্কার হওয়া প্রয়োজন যে, আমরা উপাসনার ব্যক্তির আচরণকে ঘৃণা করি ব্যক্তিকে নয়। তাই ব্যক্তিদের যেসব আচরণ অন্যদের কাছে গ্রহণযোগ্য নয় বা কোনভাবে ঘৃণা, অসন্তুষ্টিজনক, অশোভনীয়-অশালীন সেসব অবশ্যই সবার চেষ্টা ও কাজে পরিত্যাগ করতে হবে।

তাদের অন্তরে ব্যাপক প্রভাব ফেলে। এভাবে আস্তে আস্তে সেসব দ্বারা প্রভাবিত হতে হতে উপাসনায় অংশগ্রহণকারীগণ ধর্মের স্বাদ পান, রসবোধ উপলব্ধি করেন। উপাসনায় যুবক-যুবতীদের মনোযোগী করতে চাইলে উপযুক্ত পরিবেশ, গ্রহণযোগ্য অঙ্গভঙ্গী, উপযোগী সাজগোজ, মনোরম পরিবেশ, অংশগ্রহণ প্রভৃতিতে উপাসনা অনেক সুন্দর, সুখকর ও ভক্তিপূর্ণ হওয়া প্রয়োজন। "যা মানুষকে পরস্পরের সঙ্গে একত্রে মিলতে সাহায্য করে তাই সুন্দর, কিন্তু যা বিভেদ ও দূরত্ব সৃষ্টি করে, তাই অসুন্দর", এভাবেই প্রকাশ করেন টলষ্টয়। মানুষের ধর্মবোধ ও সাংস্কৃতিক কিছু পার্থক্য থাকলেও মানুষ আন্তরিক প্রশান্তির জন্য উপাসনা করে থাকেন। আমরা বিচিত্র উপাসনায় বার বার একত্রে মিলতে আসি। উপাসনা হল ভক্ত জনগণের কাজ, " উপাসনা হচ্ছে সর্বোচ্চ শিখর যার প্রতি মন্ডলীর কার্যকলাপ পরিচালিত" *(২য় ভাতিকান মহাসভা, পুণ্য উপাসনা নং ১০)*। অবিরত প্রার্থনা করতে করতে ভেতরে বাইরে পবিত্রতা ও সৌন্দর্যের জন্য সংগ্রাম করা, সবাই মিলে চেষ্টা ও কাজ করা দরকার, যেন সবার সাধনায় যে কোন মূল্যে সেসব ঠিক হয়। অন্তরে ভালবাসা বৃদ্ধি ক'রে শোভনীয় ও স্বাস্থ্যসম্মত উপাসনার ক্ষেত্রে সকল বাধা, অগ্রহণযোগ্য বাস্তবতা অবশ্যই দূর করতে হবে। তখন গীর্জাঘরে ও ব্যক্তিজীবনে উপাসনা এক সূত্রে গাঁথা হবে-অংশগ্রহণকারীদের বিশ্বাস ও জীবনকে যুক্ত করবে, মোহনরূপে প্রকাশ করবে। আমাদের দেশে উপাসনা সর্বত্র সেরূপ হোক, সেগুলি সবস্থানে সেভাবে সবার উপর গভীর প্রভাব বিস্তার করুক এ কামনা করি॥ ৯০

ক্ষণজন্মা আর্চবিশপ মজেস কস্তা সিএসসি

সিস্টার হেলেন গমেজ সিআইসি

"তিনি লাবণ্য হয়ে এই পৃথিবীতে এসেছিলেন, লাবণ্য হয়েই চলে গেলেন" অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার খ্রিস্টযাগের প্রারম্ভে কিছু কথা, ক্যাথিড্রাল গির্জা, চট্টগ্রাম, ১৪ জুলাই, ২০২০ খ্রিস্টাব্দ।

যীশু যেমন সাধু যোহন বাপ্তিস্তা সম্বন্ধে বলেছিলেন, "যোহন ছিলেন যেন এক জ্বলন্ত দীপ্তিমান প্রদীপ আর আপনারা তাঁর আলোয় কিছুক্ষণ আনন্দে থাকতে চেয়েছিলেন!..." *(যোহন- ৫:৩৫পদ)*, বিশপ মজেস কস্তাও ছিলেন সেই আলো যার সান্নিধ্যে থেকে জগত কিছুকালের জন্য আনন্দ উপলব্ধি করেছে।

অল্প সময় তোমরা আমার দেখা পাবে- অল্প সময় পরে তোমরা আমার আর দেখা পাবে না।... *যোহন- ১৬: ১৬ পদ)*। যিশুর সেই কথাটির সাথে বিশপ মহোদয়েরও মিল রয়েছে। মাত্র কিছুকাল সময় বিশপ মহোদয়কে আমরা দেখতে পেয়েছি এবং ভাবতেও পারিনি এতো তাড়াতাড়ি তিনি আমাদের মধ্য থেকে চলে যাবেন।

যদিও বিশপ মহোদয় এবং আমার জন্ম গাজীপুর জেলার কালীগঞ্জ থানাধীন তুমিলিয়া ধর্মপল্লীতে- তথাপি পরিচয় হয় দিনাজপুর ডাইয়োসিসে যখন তিনি ধর্মপাল হয়ে আসেন। আমি তখন বিশপ হাউসে কাজ করি।

বিশপ মহোদয় দিনাজপুর আসার অনেক আগে থেকেই আমি দিনাজপুর ডাইয়োসিসে কাজ করি এবং দিনাজপুর সম্বন্ধে আমার ভাল অভিজ্ঞতা আছে। আর বিশপ মহোদয় এবং আমি যেহেতু একই এলাকার মানুষ তাই তাঁকে বুঝতে এবং জানতে আমার কঠিন হয়নি। উনার মনোভাব আমি সহজেই বুঝতে পারতাম- তাই যতদূর সম্ভব উনার কাজে সহযোগিতা করতে আমি তৎপর হই। দিনাজপুর ডাইয়োসিসে উনার কর্মযজ্ঞের সূচনা লগ্ন থেকে চট্টগ্রাম ডাইয়োসিসে বদলী হওয়া অবধি আমি উনার সাথে কাজ করেছি এবং উনার জীবন সম্বন্ধে ধ্যান করার যথেষ্ট সুযোগ পেয়েছি।

বিশপ মহোদয় যখন চট্টগ্রামে বদলী হন- তখন কিন্তু দুঃখ-ভারাক্রান্ত মন নিয়েই বদলী হন। উনার ভালবাসা মিশে গিয়েছিল দিনাজপুরের মাটির সাথে। আমরাও কষ্ট পেয়েছি উনার বদলী হওয়াতে। দিনাজপুর ডাইয়োসিসে উনার কর্মযজ্ঞকে ডকুমেন্ট হিসেবে গেঁথে রাখার জন্য ২০১৬ খ্রিস্টাব্দে উনার নামে একটি বই প্রকাশিত হয়েছে- "হাজারো মানুষের চোখে বিশপ মজেস কস্তা, সিএসসি"। তখনও আমরা কেউই জানতাম না বিশপ মহোদয় এতো তাড়াতাড়ি আমাদের ছেড়ে না ফেরার দেশে চলে যাবেন।

চট্টগ্রাম থাকাকালে মোবাইলে প্রায়ই বিশপ মহোদয়ের সাথে যোগাযোগ হত এবং কথা বলতাম। আমার প্রথম কথা থাকতো, "প্রভু বিশপ, আপনি কেমন আছেন?" তিনি কখনও সরাসরি বলতেন না, "ভাল আছি"। স্বরটা একটু টান দিয়ে বলতেন, "আ-ছি"।

এবছর করোনা ভাইরাসের সময় প্রায়ই বিশপ মহোদয় মোবাইল করে জিজ্ঞেস করে জানতে চাইতেন দিনাজপুরে কি অবস্থা। দিনাজপুরের মানুষ কেমন আছে? কেউ করোনায় আক্রান্ত হয়েছে কিনা। আমাদের সিস্টারগণ দেশে-বিদেশে তারা কেমন আছেন। বিশেষ করে বয়স্ক সিস্টার ও ফাদারদের কথা তিনি

জিজ্ঞেস করতেন। এমনকি বিদেশে আমাদের আত্মীয়স্বজনদের কথাও তিনি জিজ্ঞেস করতেন। কারো করোনা হলে তিনি মনের মধ্যে সাহস যোগাতেন।

এই করোনা দুর্যোগকালীন সময়ে লকডাউন থাকাকালে তিনি প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন ২০২১ খ্রিস্টাব্দে তাঁর বিশপীয় রজত জয়ন্তী পালন করার জন্য। এই উপলক্ষে তিনি কিছু লেখা প্রস্তুত করেছিলেন প্রকাশ করার জন্য। বিশেষ করে বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠান: যেমন- ব্রতগ্রহণ, যাজকীয় অভিষেক, রজত ও সুবর্ণ জয়ন্তী এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ দিবসগুলোতে ব্যবহৃত ধর্মীয় উপদেশগুলো একটি বই আকারে প্রকাশ করা। যা হয়ে উঠতো তাঁর ভক্ত জনগণের আধ্যাত্মিক শক্তি ও প্রেরণার উৎস। এ কাজ তিনি শুরু করেছিলেন কিন্তু শেষ হলো না। দিনাজপুরে থাকাকালে তিনি যে সমস্ত উপদেশগুলো দিয়েছিলেন- সেগুলো ই-মেইলের মাধ্যমে আমার কাছে পাঠিয়েছিলেন- আমি যেন সেগুলো পড়ে কিছু সংশোধন, সংযোজন বা বিয়োজন করে দেই। আমিও করেছিলাম এবং উনার কাছে পাঠিয়েছিলাম। হয়তো উনার আর সুযোগ হয়নি তা দেখার।

মে মাসের ২৫ তারিখ, ২০২০ খ্রিস্টাব্দ, সকালে তিনি আমাকে মোবাইল করে জানান, "আজ আমরা চট্টগ্রাম ডাইয়োসিসের প্রতিষ্ঠা দিবস পালন করেছি। আজকে তো দিনাজপুর ডাইয়োসিসেরও প্রতিষ্ঠা দিবস। কারণ এই দুই ডাইয়োসিস একই দিনে প্রতিষ্ঠা হয়েছে। আজ কি ওখানে কোন অনুষ্ঠান হয়েছে?" এতে বুঝা যায়- তিনি চট্টগ্রামে থেকেও দিনাজপুরের কথা চিন্তা করতেন।

এর প্রায় এক সপ্তাহ পরের কথা। আমি বিশপ মহোদয়কে মোবাইল করি এবং সঙ্গে সঙ্গে তিনি রিসিভ করেন। আমি জিজ্ঞেস করি- "প্রভু বিশপ, আপনি কেমন আছেন?" তিনি উত্তর দেন, "ভাল না। আমার তিন দিন থেকে জ্বর। কোন কিছুই খাইতে পারছি না। আমার ভাল লাগছে না।" এই ভাল লাগছে না কথাটা আমার কাছে একটু করুণ কণ্ঠেরই লাগছিল।

আমি বললাম, "আপনার কি করোনা হয়েছে?" তিনি বললেন, "না"। "আপনি কি করোনা রোগীর সংস্পর্শে গিয়েছিলেন?" তিনি বললেন, "না"। আপনি কি বাইরে কোথাও গিয়েছিলেন?" তিনি বললেন, "না"। তিনি আরও বললেন, "এরকম তো অনেক জনেরই জ্বর হচ্ছে আবার ভাল হয়ে যাচ্ছে।" হয়তো তিনি সে সময় সচেতন ছিলেন না নিজের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে। তবুও আমি বললাম, "আপনি ভালমত গরম পানির ভাপ নেন, বেশি বেশি গরম চা ও লেবুর পানি পান করেন যাতে জ্বর সেরে যায়।" এই ছিল বিশপ মহোদয়ের সাথে আমার শেষ কথা। এরপর আমি অনেকবার ফোন করেছি এবং মেসেজ পাঠিয়েছি কিন্তু তিনি কোন উত্তর দেননি।

এর কিছুদিন পরে শুনি বিশপ মহোদয় ঢাকা স্কয়ার হাসপাতালে ভর্তি আছেন এবং উনার করোনা পজিটিভ। এই কথা শুনে আমাদের সবার মন খুবই খারাপ হয়ে গিয়েছিল। তখন থেকে আমরা প্রার্থনা করতে শুরু করি এবং প্রতিদিনই হাসপাতাল থেকে খবর নেই উনার অবস্থা সম্বন্ধে। এক পর্যায়ে যখন শুনি উনার করোনা নেগেটিভ এসেছে। তখন ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দেই এবং মনে মনে স্থির করি, তিনি যখন সুস্থ হয়ে ঘরে ফিরে যাবেন তখন তাঁকে দেখতে যাব এবং তাঁর এই অসুস্থতা থাকাকালে

১০ পৃষ্ঠায় দেখুন

মানবতার বাতিঘর বিশপ কস্তা : একজন আলোকিত মণীষী

ড. জিনবোধি ভিক্ষু

এ পৃথিবীতে মানুষের অভাব নেই। কিন্তু মানুষের মতো মানুষ, কল্যাণকামী মানুষ, মানবসেবী মানুষ, নৈতিক চেতনা সমৃদ্ধ মানুষ, ভালো ও আদর্শ মানুষ, প্রজ্ঞাদীপ্ত মানুষ বিশেষ করে আধ্যাত্মিক জগতের উচ্চতর জ্ঞানের পুণ্যপুরুষের অভাব প্রতিনিয়ত অনুভূত হয়। আর্চবিশপ মজেস কস্তা ছিলেন মাটির মতো কোমল, নরম, উর্বর উপাদানের ন্যায় বহুমুখী প্রতিভার অনন্য একজন আধ্যাত্মিক জগতের মহান ব্যক্তি। বিশ্বায়নের যুগে প্রকৃত ধার্মিক, মহৎ, মহান, ত্যাগী, মানবতাবাদী ও আধ্যাত্মিক সিদ্ধ পুরুষদেরকে চিনতে, বুঝতে, অনুভব ও সম্যক উপলব্ধি করতে সহজে পারি না। নশ্বর দেহ ত্যাগ করে যখন প্রিয়জনদেরকে ছেড়ে ইহলোক থেকে পরলোকে পাড়ি জমায় তখন বেঁচে থাকা মানুষগুলো আস্তে আস্তে বুঝতে চেষ্টা করে কি মহৎ প্রাণ মানুষটিকে হারালাম? যুগে যুগে আধ্যাত্মিক প্রতিভা নিয়ে একেকজন পুণ্যপুরুষের আবির্ভাব হয়। এ ক্ষণজন্মা পুণ্যপুরুষগণ নিঃস্বার্থ ও নির্লোভ কর্ম এবং মুক্ত চিন্তাধারায় মানুষের চির প্রবাহিত জীবন ধারাকে নতুনভাবে জানার সৌভাগ্য হয়। এ শ্রেণির একজন নিরলস পুণ্যপুরুষ আর্চবিশপ মজেস কস্তা ছিলেন এরূপ একজন আধ্যাত্মিক গুণে গুণান্বিত বিরল প্রতিভার অধিকারী। জন্মদাতা পিতামাতার কোলকে আলোকিত করে বিশপের জন্ম। আমাদের পরম সৌভাগ্য যে তাঁর মতো উদার ও আন্তরিক মানুষ আমাদের স্বাধীন বাংলাদেশের মাটিতে জন্মেছিলেন। মানবতার কল্যাণে নিজের সমস্ত কামনা বিসর্জন দিতে পেরেছিলেন বলেই তিনি আজ মানবতাবাদী এবং আধ্যাত্মিক জগতের অনন্য পুণ্য মনীষী নামে সর্ব স্তরের মানুষের কাছে অতিপ্রিয়জনের আন্তরিক ভালোবাসা ও সম্মান লাভ করেছেন। তিনি আমাদের আদর্শ, গর্বিত একটি নাম শুধু নয় বরং একটি প্রতিষ্ঠান। ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দের ১৭ নভেম্বর গাজীপুর জেলার কালীগঞ্জ উপজেলাধীন তুমিলিয়া গ্রামের ঐতিহ্যমণ্ডিত আলোকিত পরিবারে তাঁর জন্ম। তাঁর পিতা হিরণ কস্তা (হিরণ পণ্ডিত) ও মাতা মার্গারিটা মার্কেনা গমেজ। ৫ ভাই ও ৫ বোনের মধ্যে তিনি ছিলেন পরিবারের কনিষ্ঠ সন্তান। প্রকৃতির সৌন্দর্যমণ্ডিত সবুজ শ্যামল পরিবেশে তাঁর শৈশব কাটে হাসি-খুশি ও আনন্দময় জীবন নিয়ে।

স্থানীয় প্রাইমারি স্কুলে ও গির্জায় পড়ালেখায় তাঁর হাতেখড়ি হলেও তুমিলিয়া মিশন প্রাথ মিক বিদ্যালয় থেকে শুরু হয় আর্চবিশপের শিক্ষা জীবন। ১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দে প্রথম বিভাগে মেট্রিক পাস, ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে নটরডেম কলেজ থেকে প্রথম বিভাগে আই এ পাশ এবং ১৯৭৩ খ্রিস্টাব্দে একই কলেজ থেকে বি.এ পাস করেন। মেধা ও মনন শক্তি ছিল তাঁর অসাধারণ।

ছাত্র জীবন থেকে তিনি অত্যন্ত শান্তশিষ্ট, ভদ্র-অমায়িক, বিনয়ী এবং ধর্ম অনুরাগী ছিলেন। ১৯৭৭-৭৮ খ্রিস্টাব্দে বরিশাল সাগরদিতে নব্যালয়ে প্রবেশ করেন। ১৯৮৪-১৯৮৬ খ্রিস্টাব্দে রোম নগরে সাধু টমাস আকুইনাস বিশ্ববিদ্যালয় হতে ঐশিতত্ত্ব ও আধ্যাত্মিক বিষয়ে লাইসেনসিয়েট ডিগ্রী লাভ করেন। ১৯৮৬-১৯৮৯ খ্রিস্টাব্দে গ্রেগরিয়ান বিশ্ববিদ্যালয়ে মনোবিজ্ঞান ও কাউগেলিং উপর লাইসেনসিয়েট ডিগ্রি লাভের গৌরব অর্জন করেন।

প্রাজ্ঞময়তা ও যোগ্যতা থাকলে পদ ও পদ মর্যাদা চাইতে হয় না। তিনি তাঁর বহুমুখী প্রতিভা গুণে ১৯৯১-১৯৯৩ খ্রিস্টাব্দে হলিক্রস সেমিনারিয়ানদের পরিচালক হিসেবে ম্যাথিস হাউসে সেবা কর্মে নিযুক্ত হয়েছিলেন। ১৯৯২-১৯৯৫ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত জাতীয় উচ্চ সেমিনারির পরিচালক হিসেবে বহু যাজককে প্রতিষ্ঠিত করেন। প্রভু যিশু খ্রিস্টের মহান আদর্শ শিক্ষাকে জাগিয়ে তোলার জন্য তিনি ১৯৯৫-১৯৯৬ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত হলিক্রস স্কলাস্টিকদের পরিচালনার দায়িত্ব নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করে সকলের শ্রদ্ধাভাজন হয়ে উঠেন। সততা, ন্যায়নিষ্ঠ এবং কর্ম দক্ষতা গুণে তিনি আমৃত্যু সিবিসিবি'র সেক্রেটারি জেনারেলের দায়িত্ব অত্যন্ত বিশ্বস্ততা ও দক্ষতার সঙ্গে পালন করে যান। তিনি দিনাজপুর ও চট্টগ্রাম ডাইয়োসিসের অবকাঠামোর উন্নয়ন, বিভিন্ন নতুন নতুন ধর্মপল্লী প্রতিষ্ঠা, প্রভুর গৃহ নির্মাণ ও বিভিন্ন স্কুল তৈরির সঙ্গে সঙ্গে মানুষের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে যথেষ্ট জ্ঞান ও কর্ম প্রতিভার স্বাক্ষর রেখে যান। তাঁর কর্মজীবনে বড় অবদান ছিল দিনাজপুর ও চট্টগ্রামে বেশ কিছু বেদখল জমি স্থানীয় জনগণ ও প্রশাসনের সহায়তা নিয়ে উদ্ধার করা। তাঁর নেতৃত্বেই ২০১৮ সালে বাংলাদেশ খ্রিস্টমণ্ডলীর জাতীয় পালকীয় কর্মশালা সুচারুরূপেভাবে সম্পন্ন হয়। তাঁর মানবিক বিশাল কর্মকাণ্ড আদর্শ ও গুণী ব্যক্তিত্ব হিসেবে ১৯৯৬ খ্রিস্টাব্দের ২০ জুলাই পুণ্যপিতার যোগ্য উত্তরসূরি হিসেবে ২য় জন পল রোম থেকে ফাদার মজেসকে দিনাজপুর ধর্ম প্রদেশের বিশপ রূপে স্বীকৃতি প্রদান করেন। ১৯৯৬ খ্রিস্টাব্দের ৬ সেপ্টেম্বর দিনাজপুর ক্যাথিড্রাল মাঠে, পুণ্যপিতার প্রতিনিধি আর্চ বিশপ আদ্রিয়ানের বার্নাদিনী কর্তৃক বিশপ পদে অভিষিক্ত হন। ইতোমধ্যে এসব বিষয়ে তিনি বিশেষ ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন। কর্মজীবনে তিনি ১৯৯৬ খ্রিস্টাব্দে থেকে ২০১১ সাল পর্যন্ত দিনাজপুর ধর্ম প্রদেশের বিশপ এবং ২০১১ খ্রিস্টাব্দের ২৭ মে চট্টগ্রামে ধর্মপ্রদেশের বিশপ হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেন। জ্ঞান, কর্ম ও ভক্তির মূর্ত প্রতীক তিনি। তাঁর সাধন জীবন ব্যক্তিগত মুক্তির জন্য নহে তা জগত কল্যাণের জন্য। পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিস ২০১৭ খ্রিস্টাব্দের ২ ফেব্রুয়ারি চট্টগ্রাম ধর্ম প্রদেশকে আর্চডাইয়োসিনের প্রথম আর্চবিশপ হিসেবে নিযুক্ত হয়ে গুরুদায়িত্ব পালন করেন।

তাঁর কর্ম প্রতিভার স্বীকৃতিস্বরূপ ২০০৫ খ্রিস্টাব্দে Christ the king Seminary New York থেকে সম্মান পূর্বক ডক্টরেট ডিগ্রি লাভ করেন, যা আমাদের জন্য অতি গৌরবের এবং আত্মশ্লেঘার বিষয়। ২০১৬ সালের ১৬ জানুয়ারি সমাজসেবায় বিশেষ অবদানের জন্য 'মাদার তেরেসা মেমোরিয়াল অ্যাওয়ার্ড' পদক প্রাপ্ত হন। ২০১৭ খ্রিস্টাব্দের ২ ফেব্রুয়ারি চট্টগ্রাম আর্চ ডায়োসিস মর্যাদা, প্রথম আর্চবিশপ হিসেবে বরণীয় পদ লাভ করেন। তিনি খৃস্টান ছাত্র কল্যাণ সংঘের ক্রীড়া সম্পাদক ও অল্প সময়ে পরিসেবক ও যাজকের গৌরদীপ্ত সম্মান প্রাপ্ত হন। পূর্ববঙ্গে সৃষ্ট বিশ্বাসের আগমন ৫০০ বছর পূর্তি উৎসব তাঁর নেতৃত্বে ঐতিহ্যমণ্ডিতভাবে উদযাপিত করে তিনি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তাঁর প্রতিটি কথায় ও কর্মে তাঁর অনুপম চরিত্র, চিন্তায় মহত্ত্ব ও ব্যক্তিত্বের স্বাতন্ত্র্য স্পষ্টরূপে ফুটে উঠতো বলেই তিনি সবার প্রিয়ভাজন ছিলেন।

এ সমাজ জীবনে তাঁর মানুষের প্রতি মানুষের মহানুভবতা, আন্তরিক ভালোবাসা ও সহানুভূতিশীল মন-মানসিকতা বিদ্যমান থাকলে মানুষ যে ইহলোকেই কত বড় হতে পারে এর জ্বলন্ত উদাহরণ স্বয়ং বিশপ মজেস কস্তা। তিনি চট্টগ্রাম আর্চডায়োসিস প্রতিষ্ঠানের সকলের কাছে বটবৃক্ষ তুল্য ছিলেন। সেই বটবৃক্ষের অনেক শাখা-প্রশাখা, অনেকে তাঁর আলো ও ছায়ায় ধন্য, সমৃদ্ধ, লব্ধপ্রতিষ্ঠ নিঃসন্দেহে বলা যায়।

মজেস কস্তা ছিলেন শুধু মৃদুভাষী নয় স্বল্পভাষীও বটে। কিন্তু দিবারাত্র কঠোর পরিশ্রমী মানুষ। কর্তব্য কর্ম শেষ না হওয়া অবধি পিছ পা হতেন না। খেলাধুলায়ও তিনি অভিজ্ঞ ও ভালো খেলোয়াড় হিসেবে যথেষ্ট সুনাম ছিল। তিনি খুবই প্রতিষ্ঠান দরদি ছিলেন। তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি ছিল অতি উদার ও মহান। শিশুদের খুব ভালোবাসতেন এবং তাদের আলোকিত জীবন দানের জন্য আপ্রাণ পিতৃতুল্য স্নেহ মমতা ও আদর-যত্ন করতে তাঁকে দেখা গেছে। ফাদার স্বীকৃতি লাভ তাঁর জীবনে যথার্থ বলা যায়। তাঁর জীবন বিশ্ব মানবের জীবনের সঙ্গে এক সূত্রে গ্রথিত ছিল। মানবপ্রেমিক মহান আদর্শ থেকে তিনি বিন্দুমাত্রই বিচ্যুত ছিলেন না। প্রভু যিশু খ্রিস্টের আশীর্বাদপুষ্ট হয়েছিলেন বলে তিনি গর্বিত ও বরেণ্য মনীষীর স্থান লাভে ধন্য।

সাধারণ মানুষের তাঁর থেকে শিক্ষা নেওয়া অনেক কিছু আছে। এ মহান জীবনের পরিসমাপ্তি অতি হৃদয় বিদারক। ১৩ জুলাই ২০২০ খ্রিস্টাব্দে ঢাকাস্থ স্কয়ার হাসপাতালে ইহলোক থেকে স্বকীয় কর্মফলে সুখ ও শান্তিময়

(১১ পৃষ্ঠায় দেখুন)

অনন্য ব্রাদার বিজয় হ্যারল্ড রড্রিক্স সিএসসি

ব্রাদার প্লাসিড পিটার রিবেরু সিএসসি

ব্রাদার বিজয়ের চলে যাওয়াটা সম্প্রদায়, বাংলাদেশ মণ্ডলীও জাতির জন্য শোকাবহ ও এক অপূরণীয় ক্ষতি। তাঁর পরিবার, বন্ধু মহল ও আমরা যারা তাঁর সঙ্গে একসাথে ঘনিষ্ঠভাবে পথ হেঁটেছি তাঁদের পক্ষে তা মর্মান্তিক ঘটনা। ব্রাদার অসুস্থ ছিলেন তা জানতাম, আশা করেছিলাম ফিরে আসবেন, কিন্তু তা আর হলো না। কেমন করে বুঝব তিনি অসুস্থ ছিলেন, ২০১৮ সালের এপ্রিল মাসের খুব সম্ভব উনিশ-বিশ তারিখ আমিসহ আমরা তিনজন ব্রাদার যারা ফিলিপাইনে পড়ালেখা করছিলাম তাদের দেখার জন্য তিনি ফিলিপাইনে সফর করেছিলেন। মাত্র ২ দিনের সফর। ব্রাদারকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম ব্রাদার শরীর ভালো তো? উত্তর করেছিলেন, ইন্ডিয়া গিয়েছিলাম জানুয়ারিতে হোলবডি (Whole-body) চেকআপ করেছি, ডাক্তার বলেছে কেন আসলেন চেকআপে? আপনি তো সম্পূর্ণ সুস্থ। শুধু নিয়ম করে একটু বেশি পানি পান করবেন। শুনে অনেক খুশি হয়েছিলাম। কিন্তু ২০১৯ অক্টোবরে ইন্ডিয়া থেকে চিকিৎসা করে ফিরেও ভাল শুনেছি। হঠাৎ একদিন নারিন্দা টেকনিক্যাল কমিউনিটির ব্রাদার বেনেডিক্ট রোজারিও'র ফেসবুক পোস্ট দেখে মাথায় বাজ পড়ল। ব্রাদার বিজয় ক্যান্সারে আক্রান্ত আজগর আলী হাসপাতালে ভর্তি। তারপর দিল্লী এ্যাপেলো হাসপাতাল আর ঢাকার আজগর আলী হাসপাতাল দু'ই যেন হয়ে উঠল তাঁর বাড়ি। এরপর শেষ দেখা হয়েছে ডিসেম্বর মাসের ৯ তারিখ । এক সাথে ছবিও তুলেছি; এটাই ছিল শেষবারের মতো।

যেসময়ে তিনি চলে গেলেন, সেটা আমাদের বিশ্ববাসী সবার জন্যই একটা কঠিন দুঃসময়। মিলিতভাবে শোক প্রকাশেরও কোনো সুযোগ পেলাম না। যন্ত্রণাটা আরও বেশি।

কবি শামসুর রাহামানের কবিতা 'আমার মৃত্যুর পরে' খুব মনে পড়ছে; আর সাদৃশ্যও মেলে-

"আমার মৃত্যুর খবর পেয়ে তুমি অবশ্য
অঙ্গে কোনো শোকবস্ত্র ধারণ করবে না,

জানি না তুমি তক্ষুণি ছুটে আসবে কি না
আমার বাড়িতে,
আমার লাশের উপর লুটিয়ে পড়ে
উদ্বেলিত নদী হয়ে উঠবে কি না।"

সত্যিই কবির সন্দেহের মতো কোনোটাই হলো না ব্রাদার। মাত্র ২৪২.৯ কি.মি. পথ পাড়ি দিয়ে রাজশাহী হতে ছুটে আসতে পারি নাই। বাধ সাধল করোনা নামক মহামারী। দু'ফোটা চোখের জল নীরবে নিভৃতেই ফেলতে হয়েছে। শেষ বিদায় বিজ্ঞানের আশির্বাদে অনলাইন লাইভ। কী দুর্ভাগ্য আর কী দুর্ভাগা!!

মেধা ও মননে সময়ের এক আধুনিক মানুষ ব্রাদার বিজয়। তাঁর হাতে প্রাণ পেয়েছে এ দেশের ব্রাদারদের পরিচিতি ও সংখ্যা বৃদ্ধি, কাথলিক মণ্ডলীর শিক্ষাসহ নানা সামাজিক অঙ্গসংঠনের অগ্রনায়কের ভূমিকায় দেশে ও বিদেশের পরিমণ্ডলে ব্যাপক বিস্তৃতি। তাঁর জ্ঞান বিতরণের এ অবদান সবাই নতমস্তকে স্বীকার করবে। মণ্ডলীর সর্ব শাখার বা শ্রেণির

মানুষ বা সংস্থা তাঁর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা চিরকাল স্মরণে রাখবে। সেই ভূমিকার মূল্যায়ন করে আবারও কবি শামসুর রাহমানের কবিতা বার বার মনে আসছে। কবি লিখেছেন-"জানি দৃষ্টি তার সদা মানবের প্রগতির দিকে/প্রসারিত। কী প্রবীণ, কী নবীন সকলের বরেণ্য নিয়ত।' এই কবিতার পঙ্‌ক্তিমালার মতোই বর্ণবহুল কর্মজীবনের আশ্রয়ে এক নির্ভরতার প্রতীক হয়ে উঠেছিলেন ব্রাদার বিজয়। প্রগতির পানে প্রসারিত দৃষ্টিটি আর কখনও চাইবে না চোখ মেলে। সঙ্কটে দেখাবে না পথের দিশা কিংবা নব নব মঙ্গলচিন্তা নিয়ে আসবে না মণ্ডলীর বা সম্প্রদায়ের সামনে। শেষ হলো মানব মঙ্গলের চিন্তায় ব্যাকুল এক সন্ন্যাসব্রতী কীর্তিমান মানুষটির এক বর্ণাঢ্য জীবনের পরিভ্রমণ।

এ লেখাটিতে আমি বিছিন্নভাবে ব্রাদারের সঙ্গে আমার পথচলার অভিজ্ঞতাই তুলে ধরব। ব্যক্তি ও সন্ন্যাসব্রতী নানামুখী কর্মমুখর ও গুণাবলীসম্পন্ন জীবনের উজ্জ্বল নক্ষত্র ব্রাদার বিজয়।

ব্রাদার বিজয়কে চিনি ১৯৯৭ খ্রিস্টাব্দ থেকে তখন আমি সপ্তম শ্রেণিতে পড়ি। আগস্ট মাসে ব্রাদার হওয়ার ইচ্ছা প্রকাশের প্রথম ধাপ 'এসো, দেখে যাওয়া' প্রোগ্রামে অংশগ্রহণের মাধ্যমে। তিনি তখন ব্রাদারদের ভাইস-প্রভিন্সিয়াল। সুপিরিয়র হওয়ায় প্রোগ্রামের শেষদিন আমাদের এক ঘণ্টার ক্লাস নিয়েছিলেন। তেমন কিছুই মনে নেই। আবার যখন শুনলাম তিনিই সবার চাইতে বড় ব্রাদার ভয় পাওয়া শুরু করলাম। মাথা ছোট হওয়ায় সামনের বেঞ্চেই বসতে হয়েছিল। তবে কিছুই যে মনে নেই তা কিন্তু নয়। তার একটা কথা এখনো মাথায় আছে। প্রশ্ন করেছিলেন ব্রাদার কেন হবে? জনগণ তো সম্মান দিবে না, বড় আসরে নামটা পর্যন্ত নিবে না। আবার খ্রিস্টান পরিবারগুলো সর্বদা যাজক হওয়ার জন্য বেশি উৎসাহিত করে। এখন চিন্তা কর ব্রাদার হবে কিনা?? সাধু যোসেফের মতো যদি নীরব হয়ে নম্রতার ব্রত গ্রহণ করতে চাও, যিশুর মত সম্মানের আশা না করে সেবা করতে চাও, তবে আস কোনো আপত্তি নেই। তবে ভেবো না যাজক হওয়ার যোগ্যতা নেই বলে আমি বা আমরা ব্রাদার হয়েছি। না ঈশ্বরকে ভালোবেসে মণ্ডলীর পুরুষদের এ শাখায় জীবন নিবেদন করেছি। যদি যাজক বা পরিবার জীবনের জন্য আপসোস থাকে তবেও আসতে হবে না। কথাগুলো আজও এবং চিরকাল হৃদয়ে থাকবে। হ্যাঁ ব্রাদার অন্য কোন জীবনের প্রতি কোনো আপসোস নেই তাই আপনার পদাঙ্ক অনুসরণ করছি ও চিরকাল করব বলে শপথ নিলাম আপনারই মধ্যে দিয়ে ২০১২ সালে ২৩ নভেম্বর। এরপর ১৯৯৮ খ্রিস্টাব্দে বাংলাদেশ ব্রাদারদের জন্য এক বড় প্রাপ্তি ছিল স্বতন্ত্র প্রভিন্স হিসাবে স্বীকৃতি লাভ। আর প্রথম প্রভিন্সিয়াল ব্রাদার বিজয়ই নির্বাচিত হন। তার সংবর্ধনা আমরা দিয়েছিলাম পবিত্র ক্রুশ কিশোরালয়/জুনিয়রেটে। সেই স্মৃতি এখনও অম্লান হয়ে আছে।

ব্রাদার বিজয় ঈশ্বর প্রদত্ত মেধা ও বহু প্রতিভার অধিকারী ছিলেন। মনে পড়ে ব্রাদার বিজয় সম্পর্কে বলতে গিয়ে আমাদের দীর্ঘকালের গঠনদাতা ব্রাদার রিপন জেমস্ গমেজ, সিএসসি একবার বলেছিলেন-'ব্রাদার বিজয়কে তুলনা করা যায় একটা রসগোল্লার সাথে অর্থাৎ রসগোল্লার যে অংশই কামড় দিই না কেন একই রকম স্বাদ পাওয়া যায় । ব্রাদার বিজয় তেমনি সর্বদিকেই জ্ঞান রাখে।' সেই ১৯৯৮ খ্রিস্টাব্দ হতে সম্প্রদায়ে প্রবেশের পর থেকে এর হাজারো প্রমাণ ও স্মৃতি আছে। যেহেতু আমি বাংলায় অনার্স-মাস্টার্স করেছি আর যৎসামান্য লেখা-লেখি করি; ব্রাদার একদিন কথা প্রসঙ্গে বললেন-'তুমি কী জান আমি সনেট লিখতে পারি, আর কয়েকটা

লিখেছি? তোমাকে দেখাব। চেষ্টা কর তুমিও লিখতে।' আমি আজও অমিত্রাক্ষর ছন্দে ভয় পায়, তাই সনেট আর লেখা হয় না। দুঃখ রয়ে গেল ব্রাদারের সনেটগুলো আর দেখা হলো না। কয়েকটা অনুবাদের কাজে ব্রাদারের সাথে কাজ করার সুযোগ হয়েছিল। দেখেছি কী অসাধারণ ভাষা জ্ঞান তার। কী বাংলা কী ইংরেজি। সর্বশেষ তাঁর সঙ্গে ব্রাদারদের উপর পোপ মহোদয়ের একখানা দলিল অনুবাদের কাজটি করার সুযোগ হয়েছিল। বই আকারে প্রকাশের পূর্বে ব্রাদার সকল ব্রাদারদের উদ্দেশে দলিলটির সারাংশ তুলে ধরেন। অধিবেশনের পরে অনেক ব্রাদার আমাকে ঘিরে ধরে, কারণ তারা ব্রাদারের অনূদিত কঠিন কঠিন অনেক বাংলা শব্দের অর্থই বুঝতে পারেনি। ব্রাদারকে বললাম আপনার বাংলাই তো অনেকে বুঝতে পারেনি। তিনি শুধু একটু হেসে বললেন, 'তুমি বুঝাও।'

২০১৬ খ্রিস্টাব্দে আমরা কয়েকজন ব্রাদার উদ্যোগ নিয়ে ব্রাদার রিপন'র নেতৃত্বে প্রথ মবারের মতো "আত্মদান" নামক একটা ধর্মীয় গানের ক্যাসেট/সিডি বের করি। তখন শুনেছি ব্রাদার বিজয়ও নাকি একসময় গান লিখেছেন। এমনকি বিটিভির বড়দিন প্রোগ্রামে তাঁর রচিত গান পরিবেশিত হয়েছে। কিন্তু সেই গানের হদিস পেলাম না। আর হাতেনাতে তার গানের প্রতিভার একটা প্রমাণ পেলাম ২০১৯ সালে বিসিআর-এর ৪০ বছর পূর্তিতে ব্রাদার জুবিলীর মূল গানটি রচনা করেন। কী অসাধারণ, চমৎকার গানের কথামালা তাঁর অনুধ্যান। তাঁর মেধার আর একটা স্মৃতিকথা মাথায় ঘুরছে। পিএইচডি শেষে দেশে এসেই তিনি পুনরায় আমাদের প্রভিন্সিয়াল সুপিরিয়র নির্বাচিত হন। ব্যক্তিগত এক আলোচনায় তিনি বলেছিলেন কর্মব্যস্ততায় পড়ার তেমন সুযোগ হচ্ছিল না আবার জিআরি পরীক্ষাও দিতে হবে ভার্সিটি চান্স পাওয়ার জন্য । মাত্র একরাতের প্রস্তুতিতে অবশিষ্ট একটি সিট তিনিই লাভ করেছিলেন। উল্লেখ্য, ব্রাদার বিজয়ই বাঙালি ব্রাদারদের মধ্যে প্রথম ডক্টরেট ডিগ্রি অর্জন করেন।

লেখার এক অসামান্য ঈর্ষণীয় হাত ছিল ব্রাদারের। ডেইলি স্টার ও অন্যান্য জাতীয়, সাপ্তাহিক প্রতিবেশী ও নানান ম্যাগাজিনে তাঁর লেখার শৈল্পিক ও নান্দনিকতা ও তীক্ষ্ম জ্ঞানের পরিচয় আমরা পাই। যখনই তাঁকে কোন বিষয়ে লিখতে বলা হতো তিনি কোন বিষয়ে জানেন না বলে ফিরিয়ে দিয়েছেন তা আমার মনে পড়ে না। তৎক্ষণাৎ বলতেন কবে লাগবে? যাও ঠিক সময়ে পেয়ে যাবে। দেখা যেত সময়ের পূর্বেই ই-মেইলে পৌঁছে গেছে।

একবার ব্রাদারকে জিজ্ঞাসা করলাম, এত লেখার উৎস, ধারণা বা প্লট কোথায় পান? উল্টো আমাকে প্রশ্ন করে বসলেন, গত এক বছরে কত পৃষ্ঠা পড়েছ? আগে বলো। হুম দু'একটা বই তো পড়েইছি। তিনি বললেন, নিশ্চয় আমার চেয়ে বেশি ব্যস্ত থাক না। আমি এক বছরে তিন হাজার পৃষ্ঠা পড়েছি। আমার মাথায় হাত। স্তব্ধ আমি। কাজের অজুহাতে বা অলসতায় এত পৃষ্ঠা গুনে আজও পড়তে পারব কিনা জানি না। আর পৃষ্ঠা গুনে বই পড়া ধারনাটাও অভিনব মনে হলো। ব্রাদার এত ফাস্ট রিডার ও জ্ঞানপিপাসু ছিলেন তা অকল্পনীয়। প্রশ্নের উত্তর এভাবেই পেয়েছিলাম। পড়, পড় এবং পড়। কোন বই পড়ে তার চুলচেরা বিশ্লেষণ বা সমালোচনা করা শিখেছি ব্রাদার বিজয়ের কাছ থেকেই ।

মানুষ যত শিক্ষিত ও বড় পদে আসীন হন তত নাকি নম্র-ভদ্র আর বড় মাপের ও মনের মানুষ হয়। আমি ব্রাদার বিজয়কে দেখে তা মনে প্রাণে বিশ্বাস করতে শিখেছি। হঠাৎ একদিন মোবাইল ফোন বেজে উঠল । দেখি প্রভিন্সিয়াল- ব্রাদার বিজয়। দিনক্ষণ ঠিক মনে নেই শুধু ঘটনা মনে আছে। ব্রাদার বলল, তোমার সাহায্য লাগবে, সার্বজনীন আর সর্বজনীন এর পার্থক্য বুঝাও। আমি তো হতভাগ হয়ে গেলাম। জ্ঞানের গুরু কিনা আমার মতো ক্ষুদ্র এ কীটের কাছে জানতে চাচ্ছেন। যখন ব্যাখ্যা দিলাম তখন বললেন দেখ আমিও সবকিছু জানি না। তাঁর জানার ও শিখার আগ্রহ আমাকে নীরবে অনেক কিছু শিখিয়ে দিলো।

২০১৮ খ্রিস্টাব্দ সম্ভবত আগস্ট/সেপ্টেম্বর মাস। আমি সবেমাত্র দিনাজপুর ব্রাদারস্ কমিউনিটির হাউজ সুপিরিয়রের দায়িত্ব পেয়েছি। ব্রাদার এক সেমিনার পরিচালনার জন্য দিনাজপুর আসেন। যাত্রার ক্লান্তির কারণে সমেবেত মিশা-প্রার্থনায় অংশগ্রহণ করতে পারেনি। নাস্তার টেবিলে সকল ব্রাদার অপেক্ষা করছিল ব্রাদারের জন্য, কেননা তিনি ব্যক্তিগত প্রার্থনায় ছিলেন। আমি ডাকতে গেলাম। আমাকে দেখেই বললেন, তোমার অপেক্ষাই করছিলাম। জিজ্ঞেস করলাম কেন ব্রাদার? কোন সমস্যা? উত্তর দিলেন, মিশা-প্রার্থনা করতে পারি নাই, আমি দুঃখিত।' আমি তো আকাশ থেকে পড়লাম। এ কী কর্ম? বললাম ব্রাদার আমাকে এ কথা বলছেন কেন? নম্রতার সাথে বললেন, তুমিই তো সুপিরিয়র এ হাউজের সুপিরিয়র কাকে বলবো? জীবনের জন্য শিক্ষা আমি পেলাম। লজ্জিত হলাম কারণ নিয়ম থাকলেও আমিও মাঝে মাঝে প্রার্থনা মিস করি কিন্তু সুপিরিয়রের কাছে দুঃখ প্রকাশ করি নাই। এটা ব্রাদার বিজয় বলেই সম্ভব।

সেবা ও পরোপকারই ছিল যেন তাঁর জীবন দর্শন। প্রভিন্সিয়াল হিসাবে একটা সম্প্রদায়ের নানামুখী কর্মের পরিধিতে প্রচুর ব্যস্ত থাকতে হয়। তারপরেও বাংলাদেশ মণ্ডলীর এমন কোন সংঘ-সমিতি নেই যেখানে ব্রাদার বিজয়ের সাহায্য পায়নি। বিশেষত সিস্টার সম্প্রদায়গুলোর জায়গা জমিসহ নানাবিধ সমস্যায় ব্রাদার নানাভাবে উদ্ধারকর্তার ভূমিকা পালন করেছেন। এসব পরোপকার করতে গিয়ে অবশ্য সম্প্রদায়ের ব্রাদারদের অনেক কটু কথা শুনতে হয়েছে। প্রভিন্সিয়াল হিসাবে আরো অনেক কাজের সঙ্গে জড়িত থাকায় সময় কম দেওয়াই সবচেয়ে বড় অভিযোগ। এ অভিযোগের ব্যাপারে ব্রাদারকে জিজ্ঞেস করলে উত্তর দিত-আমাকে সাহায্য করার সামর্থ্য ঈশ্বর দিয়েছে বলেই তো সবাই ডাকে ও একটু নির্ভর করে।

এমনিভাবে যদি ব্রাদারের গুণাবলী বলতে থাকি তবে আর কিভাবে বলব বুঝতে পারছি না। এত নানামুখী গুণের অধিকারী- বিবেচক, দক্ষ প্রশাসক, স্পষ্টভাষী, সাহসী, খেলোয়াড়, গায়ক, বাদক, গীতিকার, দক্ষ মৎস্য শিকারী ইত্যাদি বহু মানবিক গুণে গুণান্বিত এই মানুষটি। যা এ স্বল্প লেখায় বলে -শিখে শেষ করা যাবে না।

পরিশেষে বলতে চাই, সব প্রতিভাবান মানুষই অন্যদের থেকে স্বতন্ত্র। ব্রাদার বিজয়ও স্বতন্ত্র ছিলেন। তাঁর মতো দ্বিতীয় আরেকজনকে আমরা আর পাব না॥

ক্ষণজন্মা আর্চবিশপ মজেস .....

৭ পৃষ্ঠার পর

আমরা কিভাবে প্রার্থনা করেছি, আর কি চিন্তা করেছি এই সমস্ত কিছুই উনার সাথে সহভাগিতা করবো। কিন্তু তা আর হলো না। পরের সপ্তাহে শুনি, বিশপ মহোদয়ের অবস্থা খুবই সংকটাপন্ন। লাইফ সাপোর্টে আছেন। মস্তিস্কের ডান দিক ও বাম দিকে স্ট্রোক করেছে। এই কথা শুনে আর কিছুই চিন্তা করতে পারি নি। ঈশ্বর আমাদের কাছ থেকে কি চান? তার কোন কূল-কিনারাই ভাবতে পারিনি। শুধু প্রার্থনা করেছি, ঈশ্বর যেন আমাদের প্রার্থনা শোনেন এবং অলৌকিকভাবে বিশপ মহোদয়কে সুস্থ করে দেন। ঈশ্বর প্রমাণ করেছেন, মৃত্যু সবার জন্য অনিবার্য। সবাইকে একদিন এভাবে চলে যেতে হবে।

আজও চিন্তা করতে পারি না বিশপ মহোদয় আমাদের মাঝে নেই। তিনি আমাদের মাঝে উপস্থিত থাকবেন- যতদিন এই জগত থ াকবে ততদিন, তাঁর কর্মের মধ্যে তিনি বেঁচে থাকবেন।

এই পৃথিবীতে মানুষের জীবন ক্ষণস্থায়ী, কিন্তু তাঁর কাজ চিরস্থায়ী। বিশপ মহোদয়ের কাজ এবং ভালবাসা ছিল সর্বস্তরের জনগণের জন্য। তা যেন যুগ যুগ ধরে মানুষ মনে রাখতে পারে। তিনি ছিলেন একজন কষ্টভোগী সেবকএবং অনেক কষ্ট তিনি নীরবে সহ্য করে গেছেন। সেবা করতে করতেই তিনি চলে গেলেন এই ধরাধাম ছেড়ে। জীবনে চলার পথে উনার কাছ থেকে অনেক কিছু শিক্ষা পেয়েছি এবং আদর্শ দেখেছি। তা যেন আমরা ধরে রাখতে পারি। আজ তিনি স্বর্গবাসী- স্বর্গ থেকে তিনি হাস্যোজ্জ্বল দৃষ্টি দিয়ে আমাদের দিকে চেয়ে আছেন- আমরা যেন আলোর সন্তান হয়ে উঠি। প্রত্যাশা করি, তিনি যেন একদিন সাধু শ্রেণিভূক্ত হতে পারেন॥

আমাদের প্রিয়জন ফাদার আদল্‌ফো লি'স্পেরিও পিমে চলে গেলেন পরম রাজ্যে

ফাদার আন্তনী সেন

একান্ন বছর পূর্বে বাংলাদেশের মানুষের টানে- ঘ্রাণে ভালবাসায় মুগ্ধ হয়ে পিতা মাতা ভাই বোন আত্মীয়-স্বজনের মায়া বন্ধন ত্যাগ করে সুদূর ইতালীর গায়তা থেকে অল্প বয়সের তরুণ যাজক হিসাবে তিনি খ্রিস্টের বাণী নিয়ে বাংলার মাটিতে পা রাখেন। এই নমস্য ফাদার আদলফো লি'স্পেরিও পিমে গত ৩ জুলাই রোজ শনিবার ২০২১ খ্রিস্টাব্দ ইতালীর লেক্কোতে ৯১ বছর বয়সে বাধর্ক্যজনিত কারণে মৃত্যুবরণ করেন। তার মৃত্যুতে দিনাজপুর ধর্মপ্রদেশ গভীরভাবে শোকাহত ও মর্মাহত।

ফাদার আদলফো লি'স্পেরিওর সমন্ধে বলতে গিয়ে দিনাজপুর ধর্মপ্রদেশের বিশপ সেবাস্তিয়ান টুডু বলেন, তিনি এক জন সদা হাস্যোজ্জল, সদালাপি, অমায়িক ও নিয়মাবর্তি ব্যক্তিত্বের মানুষ ছিলেন। তিনি যে সময় যে কাজ তা করেন; যথা সময়ে কাজ সমাপ্ত করা তার বিশেষ একটি গুণ। শিশুদের ও যুবকদের তিনি অনেক ভাল বাসতেন। প্রতিবন্ধি শিশুদের জন্য তিনি ধানজুড়ি কুষ্টাশ্রম সংলগ্ন প্রতিবন্ধি শিশুদের একটি আশ্রম খুলেছেন। তিনি শুধু দিনাজপুর ধর্মপ্রদেশ নয় বাংলাদেশ মণ্ডলীর একজন অকৃত্রিম বন্ধুও ছিলেন বটে। তিনি আরো বলেন, দিনাজপুর ধর্মপ্রদেশ একজন বড় মাপের উদার মিশনারীকে হারালো পূরণ কখনো হওয়ার নয়। ঈশ্বর তার এই সন্তানকে চির শান্তি দান করুন।"

২৮ ফেব্রুয়ারী ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দে ফাদার আদলফো ইতালীর গায়েতার জাড়া শহরে জন্ম গ্রহণ করেন। পিতা কাটালদ লি'স্পেরিও এবং মাতা আন্না পেরনির। তিন ভাই দুইবোনের মধ্যে তিনি দ্বিতীয়।

২৯ জুন ১৯৬৭ খ্রিস্টাব্দে গায়েতায় যাজক পদে অভিষিক্ত হন। যাজকীয় অভিষেকের পর তিনি ১৯৬৭ থেকে ১৯৬৮ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ইংল্যান্ডে ইংরাজী ভাষা শেখেন। ১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দে বাংলাদেশে আসেন এবং বরিশালে এক বছর বাংলা ভাষা শেখেন।

১৯৭০ থেকে ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ধানজুড়ি মিশনে সহকারি পালক পুরোহিত হিসাবে কাজ করেন। ১৯৭২-১৯৭৩ খ্রিস্টাব্দ তিনি দিনাজপুর কারিতাস অঞ্চলের আঞ্চলিক পরিচালক হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। একই সময়ে ১৯৭২ থেকে ১৯৭৬ পর্যন্ত তিনি বাংলাদেশে অবস্থিত পিমে সম্প্রদায়ের সুপিরিও 'র দায়িত্ব পালন করেন।১৯৭২ থেকে ১৯৮০ পর্যন্ত ধানজুড়ি কুষ্ঠ কেন্দ্রের পরিচালক ছিলেন। ১৯৭৩ থেকে ১৯৮০ পর্যন্ত দিনাজপুর ধর্মপ্রদেশের হিসাব রক্ষক হিসাবে কাজ করেন। ১৯৭৬ থেকে ১৯৭৭ পর্যন্ত সেন্ট ফিলিপস্ হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক এবং সেন্ট ফিলিপস্ বোডিং এর পরিচালক ছিলেন। ১৯৭৮ থেকে ১৯৮১ পর্যন্ত তিনি সেন্ট যোসেফ'স মাইনর সেমিনারীর পরিচালক ছিলেন। ১৯৮২-১৯৮৫ পিমে হাউজে কাজ করেন। ১৯৮৬ থেকে ১৯৯৩ তিনি রোমে পিমে জেনারেল হাউজে কোষাধ্যক্ষ হিসাবে কাজ করেন। ১৯৯৩ থেকে ১৯৯৫ ঢাকা পিমে হাউজের পরিচালক ও হিসাব রক্ষকের কাজে নিয়োজিত ছিলেন। ১৯৯৫ থেকে

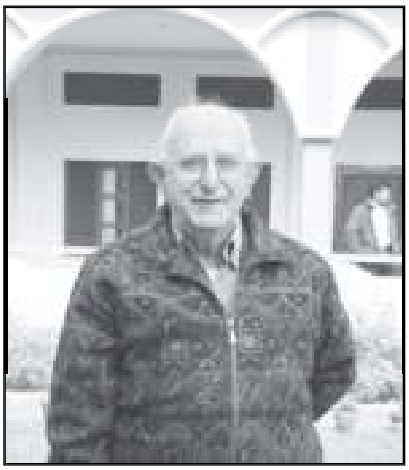

২০০২ পর্যন্ত কসবা ক্যাথেড্রালে পাল পুরোহিত হিসাবে কাজ করেছেন। আবার ২০০৩ থেকে ২০০৮ ধানজুড়ি কুষ্ঠ কেন্দ্রের পরিচালক ছিলেন। দিনাজপুর বিশপস হাউসে ২০০৫ থেকে ২০১৩ পর্যন্ত কাজ করেছেন। ২০১৪ খ্রিস্টাব্দে তিনি সুইহারি পিমে হাউজের রেক্টর ছিলেন। ২০১৪ খ্রিস্টাব্দে তিনি অবসরে যান এবং দিনাজপুর সুইহারি পিমে হাউসে অবসর জীবন-যাপনকালে ২০১৯ খ্রিস্টাব্দে শারীরিক অবস্থা কিছুটা অবনতি হলে ইতালীর লেক্কোতে পিমে ফাদারদের অবসর গৃহে চলে যান।

পালকীয় কাজের পাশাপাশি তিনি একজন অভিজ্ঞ নক্‌শাবিদ ও বিল্ডিং নির্মাতাও ছিলেন। বাংলাদেশে তিনি যতগুলো বিল্ডিং নির্মাণ করেছেন তার মধ্যে অন্যতম কয়েকটি উল্লেখ না করলেই নয় যেমন: বনানী জাতীয় উচ্চ সেমিনারী, দিনাজপুর সেন্ট ফিলিপস্ হাই স্কুল, দিনাজপুর ক্যাথেড্রাল, পাবনায় মথুরাপুর গির্জা, ঢাকায় রাঙ্গামাটিয়া গির্জা, শোলপুর গির্জা, কাফরুল গির্জা, পাঁচবিবি পাথরঘাটা গির্জা, সর্বশেষ বৃহত্তর নির্মান কাজটি হলো দিনাজপুরের স্বাধী ক্লারার মনাষ্ট্রি নির্মাণ কাজ ছাড়াও অসংখ্য বিল্ডিং এর মেরামতের কাজ করেছেন।

তার জীবনের শেষ ইচ্ছা ছিল দিনাজপুরেই তিনি অবসর জীবন কাটাবেন এবং বাংলার মাটিতেই তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করবেন, কিন্তু ঈশ্বরের পরিকল্পনায় নিজ মাতৃভূমিতেই শায়িত হলেন। তবে তিনি আছেন ঈশ্বরের পাশে ও দিনাজপুরের মানুষের হৃদয়ে।

পিতা-মাতা, ভাই-বোন, আত্মীয়-স্বজনের মায়া বন্ধন ত্যাগ করে বাংলাদেশে গরীব মানুষের তথা দিনাজপুর ধর্ম প্রদেশে খ্রিস্টবাণী প্রচার করেছেন এবং বহু মানুষ তার কাছ থেকে পেয়েছেন খ্রিস্ট বিশ্বাস, শিক্ষা, জীবনের আলো। শোকার্ত দিনাজপুর ধর্মপ্রদেশ ঈশ্বরের এই বিশ্বস্ত সেবকের প্রতি অনেক কৃতজ্ঞ। আমরা তাকে প্রভুর চরণে রাখি। ঈশ্বর তাঁর আত্মাকে অনন্ত জীবন প্রদান করুন॥

অনন্য ব্রাদার বিজয় হ্যারল্ড...

(৮ পৃষ্ঠার পর)

ঊর্ধ্বলোকে তিনি যাত্রা করেন। তাঁর মৃত্যুর সংবাদ অনেককে শোকাহত ও বেদনাহত করেছে। মানবদরদি ও আধ্যাত্মিক পুণ্যপুরুষ মাত্রই মানুষের অন্তরে চিরঞ্জীব ও অমর হয়ে থাকেন এবং থাকবেন যুগ যুগ ধরে। মানুষের কর্মবহুল জীবনের যথার্থ মূল্যায়ন, মর্যাদা ও কর্মের স্বীকৃতি স্বাভাবিকভাবে এসে যায়। এখানে তাঁর মহত্ত্বতার মহিমা ও কীর্তিগাথা প্রস্ফুটিত বলা যায়।

তাঁর হাতে গড়া কয়েকটি চিকিৎসা কেন্দ্র, স্কুল ও হোস্টেল, গির্জা, ফাদার হাউসসহ বহুসেবা প্রতিষ্ঠানের স্বার্থে জমি ক্রয় ইত্যাদি নব ইতিহাসের অধ্যায় তিনি রচনা করে গেছেন। ১৯৯২-১৯৯৬ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত জাতীয় উচ্চ সেমিনারির অধ্যাপকের দায়িত্ব পালন করার গৌরবও তিনি অর্জন করেন এবং অসামান্য দক্ষতার সঙ্গে পাঠদান করে ছাত্র-ছাত্রীদের কাছ থেকে শ্রদ্ধা ও সম্মান লাভ করেন।

তিনি তাঁর স্বীয় জীবনকে নানা কর্মকাণ্ডের মাঝেও আত্মশুদ্ধি, সত্য, প্রেম, ভালোবাসায় সিক্ত এবং মানবতা ও অহিংসার চেতনায় গড়ে তোলার সংকল্পে অটুট ছিলেন। অসাম্প্রদায়িকভাবে সকলের অন্তরে চিরজাগরুক থাকবেন আশা করি। মানুষের মৃত্যু আছে কিন্তু জীবনের মৃত্যু নেই। জীবন দিয়ে ইতিহাস সৃষ্টি করতে হয়। যিনি বা যাঁরা জীবনের মহৎ চিন্তা-ভাবনা দিয়ে সৃষ্টিশীল; কর্মই যুগ যুগ ধরে সেই মানুষের অমরত্ব দান করে। এ মহৎ প্রাণ মানুষটিকে বিগত ১৪/০৭/২০২০ খ্রিস্টাব্দে চট্টগ্রামের সাধন পীঠ পবিত্র গির্জার প্রাঙ্গণে তাঁর শেষকৃত্যানুষ্ঠান অত্যন্ত মর্যাদা ও সম্মান সহকারে অসংখ্য ভক্ত ও ধর্মীয় গুরুদের উপস্থিতিতে সম্পন্ন করা হয়। তাঁর মুক্ত সর্বজনীয় মানবসেবার চেতনায় উজ্জীবিত হোক আগামী প্রজন্ম। তাঁর এই সৃষ্টি কর্মের জন্য মানুষের মন মন্দিরে অধিষ্ঠ থাকবেন চিরদিন। আমি তাঁর দুঃখ-মুক্তি শান্তিময় নির্বাণ কামনা করি॥

ফাদার পৌল মরণেও শপথ গরিমা পালন করেছেন

সাগর কোড়াইয়া

ফাদার পৌল ডি'রোজারিও জয়গুরুর মৃত্যুর এক বছর হতে চললো। আজ তিনি বাস্তবে নেই কিন্তু স্মৃতির পাতায় জীবন্ত। তার কাজগুলো এখনো তাকে স্মরণ করিয়ে দেয়। এক বছর পূর্বের ফাদার পৌল ডি'রোজারিও'র সেই প্রাণবন্ত হাসি এখন আর শোনা হয় না। নিজ ধর্মপল্লী বোর্ণীর কবরবাড়িতে চিরনিদ্রায় শায়িত আছেন। ফাদার পৌল ডি'রোজারিও'র মৃত্যু দিনের আগের দিনগুলোর কথা মনে পড়ে। সে সময় ঘুম থেকে উঠে মোবাইল চেক করতে ভয় লাগতো। এই বুঝি কারো মৃত্যু সংবাদ এলো। সেই সময় কয়েকদিন যাবৎ অনেকের মৃত্যু সংবাদ শুনতে হয়েছে। ব্রাদার বিজয় হেরাল্ড অসুস্থ অবস্থায় চলে গেলেন না ফেরার দেশে। তারপর প্লেব্যাক সম্রাট এণ্ড্রু কিশোরের মৃত্যু দেশের সবাইকে কাঁদিয়েছে। ভেবেছিলাম- আর বুঝি কারো মৃত্যুর সংবাদ শুনতে হবে না। ১৩ জুলাই সকালে আবারো মোবাইলের স্ক্রিনে ক্ষুদে বার্তা- চট্রগ্রামের আর্চবিশপ মজেস কস্তা মৃত্যুবরণ করেছেন। এই শোক কাটতে না কাটতেই একই দিন রাত আনুমানিক ৯:২০ মিনিটে আবারো মোবাইলে ক্ষুদে বার্তা। রাজশাহী ধর্মপ্রদেশের ফাদার পৌল রোজারিও যিনি 'জয়গুরু' নামেই অধিক পরিচিত আর নেই। কয়েক মাস যাবৎ অসুস্থ থাকার পর রাজশাহী বিশপ হাউজে মৃত্যুবরণ করেছেন। রাজশাহী ধর্মপ্রদেশের আরো একটি নক্ষত্রের দেহগত পতন হলো। কিন্তু লেখালেখি তথা ধর্মীয় সংগীত রচনায় তার যে অবদান তা বাংলাদেশ মণ্ডলীর জন্য সম্পদস্বরূপ। একে একে বাংলাদেশ মণ্ডলীর দিকপালগণ মারা যাচ্ছেন। অবশ্যই বাংলাদেশ মণ্ডলীর জন্য অপূরণীয় ক্ষতি। তবু ঈশ্বরের পরিকল্পনাকে তো আর অবহেলা করা সম্ভব নয়।

ফাদার পৌল রোজারিও'র সাথে শেষ দেখা হয়; যখন তিনি অসুস্থ অবস্থায় রাজশাহী বিশপ হাউজে আছেন। ইতোমধ্যে তার স্ট্রোক হয়েছে। ঠিকমত হাঁটতে পারেন না। যাজকভ্রাতৃগণের উপস্থিতিতে বিশপ হাউজে তেল আশীর্বাদ খ্রিস্টযাগে পৌঁছে ফাদার পৌল রোজারিওকে দেখতে তার ঘরে যাই। বিছানায় শুয়ে আছেন। দেখে মনে হলো তিনি দিব্যি সুস্থ। কিন্তু আসলে তিনি সুস্থ নন। আমরা বেশ কয়েকজন ফাদার তার চারপাশে দাঁড়িয়ে। ফাদার পৌল শুয়ে থেকে সবার দিকে তাকাচ্ছিলেন। আমার দিকে তাকিয়ে মুচকি হেসে বললেন, সাগর তোমাকে নিয়ে আমার গানগুলো আর রেকর্ড করা হলো না। এখানে বলে রাখি- ফাদার বেশ কয়েক বছর আগে থেকেই গুরু সাধনা গান রচনা করছিলেন। আমি যখন বনানীতে পড়াশুনায় ব্যস্ত তখন তিনি বনানীতে গেলে আমার খোঁজ করতেন। এবং তার রচিত গুরু সাধনা গানগুলো কম্পিউটারে টাইপ করতে দিতেন। আমিও আনন্দ সহকারে টাইপ করতাম। তিনি অনেকগুলো গুরু সাধনা গান মোবাইলেও রেকর্ড করেছিলেন। আমাকে দিয়েছিলেন বেশ কয়েকটি। গানের

কথাগুলো ও শব্দচয়ন খুবই সাধারণ। আমাদের নিত্যদিন যে শব্দগুলো ব্যবহার করি ফাদার তার গুরু সাধনা গানে সেই শব্দগুলোকে খুবই সাবলীলভাবে ব্যবহার করেছেন। তবে তার গুরু সাধনা গানের মধ্য দিয়ে জয়গুরু ঈশ্বরের যে প্রকাশ তা স্পষ্ট ও উচ্চমার্গীয়।

সেদিন বিশপ হাউজে ফাদারের কথায় আর কি বলবো। ফাদারকে শুধু বললাম, আগে আপনি সুস্থ হয়ে উঠুন সব গান রেকর্ড করা হবে। আনন্দের বিষয়- মৃত্যুর কয়েক সপ্তাহ পূর্বে ফাদার পৌলের গুরু সাধনা গানগুলোর সমন্বয়ে 'গুরু সাধনা সুরে গানে' নামে বই প্রকাশ করা হয়। এই বই উদ্বোধনের সময় ফাদার পৌল নিজে উপস্থিত থাকতে পারেননি। তবে তার ইচ্ছা ছিলো ধর্মপ্রদেশের সকল যাজকের উপস্থিতিতে যেন এই বই প্রকাশিত হয়। ফাদার পৌল রোজারিও'র ইচ্ছা পূর্ণ হয়েছে। লেখালেখির জগতে বিচরণই ছিলো ফাদারের ধ্যান-জ্ঞান। সাপ্তাহিক প্রতিবেশীর জনপ্রিয় কলাম 'মৃন্ময়পাত্র-বিবর্ণ কাহিনী' এর স্রষ্টা ফাদার পৌল। এই কলামের প্রতিটি লেখা ছিলো মানুষের জীবন ঘেঁষা। প্রতিটি লেখায় তিনি মানুষকে বড় করে দেখিয়েছেন। মানুষের জীবনে ঘটে যাওয়া সাধারণ ঘটনাগুলোকে তিনি এমন অসাধারণভাবে তুলে ধরতেন মনে হতো যেন তিনি নিজ মুখে ঘটনাগুলোকে বর্ণনা করছেন। সাপ্তাহিক প্রতিবেশীর পাঠকগণ তার কলামের লেখাগুলো পাঠের প্রতীক্ষায় থাকতেন। এছাড়াও তিনি বাংলাদেশ মণ্ডলীর জন্য লিখেছেন মহামূল্যবান ৮টি বই । রাজশাহী ধর্মপ্রদেশের তিনিই প্রথম যাজক যিনি বই প্রকাশ করেছেন। বাংলাদেশের উপাসনা সঙ্গীতে রাজশাহী ধর্মপ্রদেশের বিশপ জের্ভাস রোজারিও, ফাদার প্যাট্রিক গমেজ ও ফাদার সুনীল রোজারিও'র পাশাপাশি ফাদার পৌল রোজারিও'র নাম উল্লেখযোগ্য। বাংলাদেশ কাথলিক মণ্ডলীর উপাসনা সঙ্গীতের বই 'গীতাবলী'তে ফাদার পৌল ডি' রোজারিও'র রচিত ও সুরার্পিত অনেকগুলো আধ্যাত্মিকতায় ভরপুর গান রয়েছে। যার অধিকাংশ গানগুলোই ফাদার প্যাট্রিক গমেজের সুরার্পিত। এছাড়াও ফাদার ফ্রান্সিস গমেজ সীমা, অরবিন্দ হিরা, সিস্টার নৈবেদ্য, ফাদার লাজারুস রোজারিও, কনস্ট্যান্ট ভানু গমেজ ফাদার পৌল রোজারিও'র গানে সুর সংযোজন করেছেন। গানগুলো হচ্ছে- আমি নিজেকে উজাড় করে তাকে ভালবাসবো, এই জীবন তো সহভাগিতার' এসো এসো হে রাজাধিরাজ এসো হে নূতন সাজে, কত স্বাদ তোমার প্রসাদ দেহ রক্তের এই আশীর্বাদ, ক্রুশ কাঁধে জীবন পথে আমিও প্রভু যাবো সাথে, চোখের তারা প্রভু তোমাতে হারা, জীবন যদি দিলে প্রভু শক্তি দাও গো তবে, জীবন সুন্দর প্রভু তব পায় সত্য করেছ পর-সেবায়, তব আশিস দানে ধন্য কর, ধরণীর বুকে বাজিল রে আজ মধুর রাগ রাগিনী, নতুন সাজে মোরে দাও সাজিয়ে শুভ্র বসন আজি দাও পড়িয়ে, পূজার বেদীতে দাও গো তুলে এ জীবন তনু মন ধন, প্রভুর অন্তিম ভোজের স্মরণে নতুন নিয়মের সন্ধিক্ষণে,

মধুর এই জয়ন্তী প্রেমের জয়ন্তী। আমার মনে হয় স্বর্গীয় ফাদার পৌল ডি'রোজারিও যদি এতগুলো গান না লিখে শুধুমাত্র 'প্রভুর অন্তিম ভোজের স্মরণে' গানটি লিখতেন তবুও ভক্তজনগণ তাকে স্মরণ করতেন। প্রতি বছর যখন এই গানটি পুণ্য বৃহস্পতিবার প্রভুর অন্তিম ভোজের স্মরণ খ্রিস্টযাগে গাওয়া হবে অবশ্যই স্বর্গীয় ফাদার পৌল ডি'রোজারিও সবার মনন ও ধ্যানে উপস্থিত থাকবেন।

ফাদার পৌল রোজারিও সবার সাথে মিশতেন। আমরা যারা নব অভিষিক্ত হয়েছি সবাই তার নাতির বয়সী; কিন্তু তিনি আমাদেরকে দাদা বলে সম্বোধন করতেন। আমার যাজকীয় অভিষেকের দুইদিন আগে বিশপ হাউজে আমাকে তার ঘরে ডেকে নিয়ে একটি খাম ধরিয়ে দিয়ে বললেন, দাদা অভিষেকের দিন ব্যস্ত থাকবে- তাই আজকেই আমার উপহার তোমাকে দিলাম। ফাদারের এই স্নেহ সত্যিই অতুলনীয়। ফাদার পৌল সব সময় অট্টহাসিতে ভরিয়ে রাখতেন পরিবেশ। হাঁটার সময় গুণগুনিয়ে গান গাইতেন। হয়তো নতুন সৃষ্টি গানে সুর সংযোজন করাতে ব্যস্ত। এ যেন আপনভোলা জয়গুরুর শিষ্য। তিনি মরমী সাধনার পথে চলতেন তা তার কথার মধ্যে স্পষ্ট ছিলো। প্রায়ই কথার মাঝে জয়গুরু শব্দটি ব্যবহার করতেন। যদিও অনেকে ফাদারকে জয়গুরু নামেই চিনে কিন্তু তিনি নিজেকে জয়গুরু পরিচয় দিতেন না। তিনি বলতেন যে, জয়গুরু হচ্ছেন সেই মালিক। আমার অভিষেকের প্রথম খ্রিস্টযাগের দিন গির্জা থেকে বাড়ি পর্যন্ত ফাদার পৌল রোজারিও এবং ফাদার প্যাট্রিক গমেজ আমার সাথে সার্বক্ষণিক ছিলেন। ফাদার পৌল রোজারিও'র আমার পাশে উপস্থিত থেকে আমার প্রতি তার যে সমর্থন তা সত্যিই অসাধারণ!

আজ ফাদার পৌল রোজারিও স্বর্গবাসী। পিতা ঈশ্বরের সাথে রয়েছেন। আজীবন তিনি জয়গুরুর সন্ধানেই নিজেকে রত রেখেছিলেন। জয়গুরুকে তিনি মানুষের মাঝে খুঁজেছেন। খুঁজেছেন বাঙ্গালী থেকে শুরু করে আদিবাসীদের কৃষ্টি-সংস্কৃতিতে, পথের-ঘাটে। কষ্টভোগী সেবক যিশু খ্রিস্টের কষ্টগুলো নিজে উপলব্ধি করে তাঁর কাছে দেওয়া শপথ গরিমা মরণেও রক্ষা করে গানে গানে বলতে পেরেছেন, ক্রুশ কাঁধে জীবন পথে আমিও যাবো প্রভু সাথে'॥

বিডি খ্রিস্টান নিউজ, ১৯ জুলাই, ২০২০ খ্রিস্টাব্দ

জীবনের গল্প-১২

কেন এখনো লিখি!

খোকন কোড়ায়া

২০১৮ খ্রিস্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাস। একুশে বইমেলায় আমার একটি গল্পের বই বেরিয়েছে, নাম "আমার কতিপয় পুরনো বন্ধু"। তেজগাঁও গির্জার গেটের কাছে প্রতিবেশী প্রকাশনীর যে স্টল আছে সেখানে কিছু বই দিয়েছি বিক্রির জন্য। রবিবার সন্ধ্যার মিশা শুনি। মিসার পরে প্রতিবেশীর স্টলে যাই প্রতিবেশী কেনার জন্য। গিয়ে শুরুতেই স্টলের দায়িত্বে থাকা পরেশদাকে জিজ্ঞেস করি, ভাই বই কি দু'একটা বিক্রি হয়েছে? উত্তর আসে, না। দ্বিতীয় রবিবার একই প্রশ্ন, একই উত্তর। তৃতীয় রবিবারেও একই উত্তর। দ্বিতীয় প্রশ্ন করি, আচ্ছা আমার বই ছাড়া আরো অনেক লেখকের বই এখানে আছে, তাদের বই কি বিক্রী হয়? পরেশদার নির্লিপ্ত উত্তর, ধর্মীয় বই ছাড়া অন্য কোন বই বিক্রী হয় না। চতুর্থ রবিবারে পরেশদা বিরস মুখে উত্তর দেয়, না। দ্বিতীয় প্রশ্ন করি, আচ্ছা আমার বই কি কেউ নেড়েচেড়েও দেখে না? পরেশদা ভীষণ অনিচ্ছায় উত্তর দেয়, না। মনটা খারাপ হয়ে যায়। আমার লেখা কি তবে যাচ্ছে তাই, টাকা দিয়ে কিনে পড়ার মত নয়? কিন্তু কিছু মানুষ যে বলে, আমার লেখা তাদের ভালো লাগে। তবে কি তারা সত্যি কথা বলে না? আমার মন রাখার জন্য বলে, নাকি আমাকে নিয়ে মশকরা করে? ভাবলাম লেখালেখি ছেড়ে দেবো।

এর মাসখানেক পরের ঘটনা। এক বিকেলে বটমলী হোমে গিয়েছি আমার দিদি সিস্টার মেরী প্রশান্তর সঙ্গে দেখা করতে। গেট দিয়ে ঢুকে দেখি বাগানের কাছে পাঁচ/ছয় জন মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। বয়স দশ, এগার, বার'র মধ্যে। বুঝতে পারলাম এরা সবাই হোমের মেয়ে। আমাকে দেখে ওরা নিজেদের মধ্যে কি যেন বলাবলি করলো তারপর আমার পিঁছু পিছু হাঁটতে লাগলো। আমার চেহারার মধ্যে কি আছে জানি না, কেউ-কেউ আমাকে ফাদার (পুরোহিত) মনে করে। ভাবলাম ওরা হয়তো ওরকম কিছু ভেবেই আমার পিঁছু পিছু হাঁটছে। কিন্তু ওদের ভুলটা ভাঙ্গানো দরকার, তাই পিছন ফিরে জিজ্ঞেস করলাম, তোমরা আমাকে কিছু বলবে? সবচেয়ে বড় মেয়েটি বললো, আংকেল, আপনি খোকন কোড়ায়া না? অবাক হয়ে বললাম, হ্যাঁ, কিন্তু কেন? এবার অন্য একটি মেয়ে বললো, আপনার বই আমরা পড়েছি।

- আমার বই!
- আপনি 'আমার কতিপয় পুরনো বন্ধু' নামে একটা গল্পের বই লিখেছেন না, সেই বইটা।
- কিন্তু আমার বই তোমরা পেলে কোথায়?
- সিস্টার আমাদের একটা বই দিয়েছেন পড়তে ।

মনে পড়লো বটমলী হোম বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা অনুগ্রহ করে আমার কিছু বই কিনে নিয়েছেন। সম্ভবত তিনিই ওদের একটি বই দিয়েছেন। বললাম, বইয়ের সব গল্প তোমরা পড়েছো?

সবাই একসঙ্গে বললো, হ্যাঁ, সব গল্প পড়েছি?

খুব কৌতুহল হচ্ছে আমার। বললাম, কেমন লেগেছে?

- খুব ভালো লেগেছে আঙ্কেল। আপনি আরো বই লিখবেন না?

চোখে জল এসে গেলো আমার। মনে মনে নিজেকে বললাম, খোকন কোড়ায়া, তোমার লেখক জীবন স্বার্থক। এই যে কিছু এতিম দুঃখী বালিকাকে তোমার লেখার মাধ্যমে আনন্দ দিতে পেরেছো, এটাইতো তোমার বড় পাওয়া, আর কি চাই!

ওরা আমার মুখের দিকে তাকিয়ে আছে। বললাম, হ্যা, লিখবো, অবশ্যই লিখবো, তোমাদের জন্যই লিখবো॥

বাংলাদেশের স্বীকৃতিবিহীন মুক্তিযোদ্ধারা
(The Unsung Freedom Fighters of Bangladesh)

বার্থা গীতি বাড়ৈ

(পূর্ব প্রকাশের পর)

একদিন পড়ন্ত বিকেলে বড়দি ছাদ থেকে নিয়ে আসা ধোয়া, শুকনো কাপড়গুলো ভাজ করছিল। টুলে দাঁড়িয়ে দোতলার জানালায় ধোয়া পর্দাগুলো লাগিয়ে দিচ্ছিল, আমি পাশে থেকে ওকে যথাসাধ্য সাহায্য করছিলাম। হঠাৎ দেখি নীচের রাস্তা দিয়ে হুড খোলা একটা মিলিটারী জিপ সাঁই করে চলে যেতে যেতে মোড়ের কাছে কিছুদূর যেয়েই প্রচন্ড শব্দে হার্ড ব্রেক কষলো এবং আবার পিছনদিকে আসা শুরু করলো। বড়দি টুল থেকে লাফ দিয়ে নেমেই আমার হাত ধরে জানালার নীচের অংশে আড়ালে বসে পড়লো। কিছুক্ষণ পরে চুপিচুপি উঁকি দিয়ে দেখি জীপটা চলে গেছে। মা বাসায় ফিরতেই বড়দি তৎক্ষণাৎ মাকে বিষয়টা জানালো। মা সামনের দরজাগুলো কয়েক পাল্লা বন্ধ করে সবাইকে তাড়াতাড়ি খেয়ে নিতে বললেন। প্রতিটি মূহূর্ত উৎকণ্ঠায় কেটে আশংকা সত্যি হয়ে উঠলো। রাত দশটার দিকে সামনের দরজায় বিকট শব্দে কড়াঘাত আর উর্দুতে দরজা খোলার কড়া নির্দেশ। মা ভয় পেলেও কণ্ঠে দৃঢ়তা বজায় রেখে ভিতর থেকে উর্দুতে প্রশ্ন করলেন "কোন হ্যায়?" বাইরে থেকে দরজা খোলার জন্য হুকুম করা হল। মা উর্দুতে জানতে চাইলেন তাদের কাছে কোন ওয়ারেন্ট আছে কী না। প্রত্যুত্তরে তারা রেগে গিয়ে বললো এই মুহূর্তে দরজা খোল; তা' না হলে দরজা ভেঙে ফেলা হবে। মা পিছিয়ে এসে ভিতর থেকে একের পর এক রুমের দরজা বন্ধ করতে করতে পিছন দিকের সিঁড়ি দিয়ে সবাইকে নিয়ে উপরে চলে আসলেন। এরপর দোতলার সামনের দিকের রুম, যা অপেক্ষাকৃত গির্জার নিকটবর্তী, সেখান থেকে আমাদের সবাইকে প্রাণপনে চিৎকার করতে বললেন। আমরা বুঝে না বুঝে "বাঁচাও -- বাঁচাও" বলে চিৎকার দিতে থাকলাম সমস্বরে। কিছুক্ষণ পর গির্জার সদর দরজায় সাদা ক্যাসাক পরা কয়েকজন পুরোহিতকে দেখা গেল, তাঁরা আমাদের রক্ষার্থে এগিয়ে এসেছেন। তাঁদের দেখেই শয়তানগুলো জীপে উঠে মুহূর্তের মধ্যে উধাও হয়ে গেল। সেই যাত্রায় পরম করুণাময়ের কৃপায় বড়দি ধর্ষণ/অপহরণ থেকে আর বাকি সবাই মৃত্যুর হাত থেকে বেঁচে গিয়েছিলাম।

উনিশো একাত্তরের এপ্রিল মাসের একদিন সন্ধ্যায় একদল পাকিস্তানী সেনা ডা: নিরঞ্জন দত্তের ঘরে ঢুকে আমাদের পরিচয় জানতে চাইলে ভাড়াটিয়া হিসেবে পরিচয় দিয়ে রশিদ দেখালেন মা এবং সেন্ট প্লাসিড্স্ স্কুলের শিক্ষিকা হিসেবে নিজের পরিচয় দিলেন। ডাক্তার বাবুর বাবার পরিচয় জেনে তাঁকে পাক সেনারা গাড়ীতে তুলে নিতে চাইলো। মা আপত্তি জানিয়ে উর্দুতে বললেন যে, "আমি তাঁর জিম্মাদার বিধায় তাঁকে যেতে দিতে পারি না" মার সাহস দেখে তারা তাঁকে না নিয়েই চলে গেল।

মাঝে মধ্যে দিনের বেলায়ও মিলিটারিরা হানা দিত মুক্তিযোদ্ধা বা যুবতি নারীর সন্ধানে। আগে থেকেই সুরঞ্জন মামা সতর্কতামূলক ব্যবস্থা করে রেখেছিলেন। বাড়ীর পিছনের দেয়াল বেয়ে উঠার জন্য একটা মই রাখা থাকতো। কিন্তু দেয়ালের পিছন দিকে অর্থাৎ অপর পার্শ্বে গভীরতা বেশি ছিল না একটা মাটির ঢিবি থাকার কারণে। ফলে মিলিটারী আসার খবর টের পেতেই বড়দি আর ভবানী মাসি মই বেয়ে দেয়াল ডিঙিয়েই ওইপাশে চুপচাপ লুকিয়ে থাকতো। অন্য কেউ মইটা সরিয়ে নিত। একবার হলো মহা বিপদ। মিলিটারী আসার খবর পেয়ে ভবানী মাসি আগে ভাগে পার হয়ে গেলেন কিন্তু বড়দি পিছিয়ে পড়লো। উপায় না পেয়ে কুসুম মাসি বড়দিকে ডান পাশের গোয়াল ঘরের ভিতরে খড়কুটা দিয়ে তাড়াতাড়ি ঢেকে দিলেন। মিলিটারী এসে দেখলো যে কুসুম মাসি গরুকে খরকূটো খাওয়াচ্ছেন। মিলিটারীরা গোয়াল ঘরের ভিতর যেতে চাইলো কিন্তু বড়দিকে স্বয়ং বিধাতা যেন রক্ষা করলেন। ঐ দিন গরু পাতলা পায়খানা করে পুরো গোয়াল ঘরটার অবস্থা খারাপ করে রেখেছিল; তাই, মিলিটারীরা আর ভিতরে ঢুকলো না, বড়দিও বেঁচে গেল সেই যাত্রা।

মুক্তিযুদ্ধের সময় মাঝে মাঝে যেমন আতঙ্কে কেটেছে, আবার মহানন্দেও কেটেছে। ঝাঁকে ঝাঁকে ইলিশ ধরা পড়ছে, অথচ খাওয়ার মানুষ নেই। তাই, অতি সস্তায় সামুদ্রিক মাছ সহ বিবিধ মাছ আমরা খেতাম। প্রায় প্রতিদিন মোয়া, মুড়ি, পিঠা তৈরী হত সুরঞ্জন মামার তত্ত্বাবধানে। মা বলতেন, মারা যাওয়ার আগে ডিম, দুধ, মাছ, মাংস, পিঠা-পুলি, ফলমূল ইত্যাদি খেয়ে নাও ইচ্ছামত।

আমাদের ছোট দুই ভাই জেম্স আর জন সারাদিন মনের আনন্দে, খেলাধূলা করতো। একদিন দুই বছরের জন্য (ডাকনাম মনু) সামনের বারান্দার রেলিং এ ঝুলতে ঝুলতে টিয়া পাখীর মত জোরে জোরে "জয় বাংলা জয় বাংলা" চিৎকার শুরু করলো মনের আনন্দে। বড়রা সব দৌড়ে এসে ওর মুখ চেপে ধরে অনেক কষ্টে ওকে থামালো।

এক সন্ধ্যারাতে মা ফিরলেন খুব বিমর্ষ হয়ে। আইস্ ফ্যাক্টরী রোডে টিউশনী শেষে এক কসাইর দোকান থেকে খাসীর মাংস কিনে আনতেন সপ্তাহে দুই/তিন দিন। ঐ দিনও কসাইর দোকানে যাওয়ার পথে দেখলেন দুজন যুবকের গুলিবিদ্ধ লাশ পড়ে আছে, ভয়ে কেউ কাছে যাচ্ছে না। মা প্রায়শই বিভিন্ন করুণ কাহিনী বাসায় ফিরে এসে আমাদের শোনাতেন। পাক বাহিনী অনেক সময় কোন কারণ ছাড়াই বাঙালী পুরুষ দেখলে কোন জিজ্ঞাসাবাদ না করেই গুলি করে মেরে ফেল্তো। স্থানে স্থানে তল্লাশী চৌকি বসিয়ে পথের চলমান পথিকদের থামিয়ে জিজ্ঞসাবাদ করতো, সন্তোষজনক উত্তর না পেলে ধরে নিয়ে যেত ক্যাম্পে; বিভিন্ন অকথ্য নির্যাতন চালাতো মুক্তিবাহিনী সংক্রান্ত গোপন তথ্য বের করার জন্য; এমনকি পুরুষদের উলঙ্গ করে পরীক্ষা করতো হিন্দু বা মুসলমান কি না, তার ত্বকচ্ছেদ (মুসলমানী) করা আছে কিনা দেখে যাচাই করার জন্য। হিন্দু হলে নির্যাতন করে মেরে ফেলতো। মা মাঝে মাঝে কোতয়ালী থানায় যেয়ে অনেক নিরীহ মানুষকে মুচলেকা দিয়ে মুক্ত করে নিয়ে আসতেন। (মা যেহেতু সেন্ট প্লাসিডস্ স্কুলের একজন স্বনামধন্যা শিক্ষিকা ছিলেন, তাই ছাত্রের অভিভাবক হিসাবে পুলিশের কর্মকর্তারা মাকে সম্মান করতেন এবং মার অনুরোধে গ্রেফতারকৃত নিরীহ মানুষ গুলোকে মুক্ত করে দিতেন। **(চলবে)**

"সঞ্চয় আমাদের মূল লক্ষ্য, দারিদ্র দূরীকরণ আমাদের স্বপ্ন"

নাগরী খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ

NAGARI CHRISTIAN CO-OPERATIVE CREDIT UNION LTD.

(Established: 1962, Registration No. 23/84, Amended: 04/20)

সূত্রঃ এনসিসিসিইউএল ২০২১/০৭/৫৫৮

তারিখঃ ০৬/০৭/২০২১ খ্রিস্টাব্দ

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি

"নাগরী খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ", এর নাগরী, কালীগঞ্জ, গাজীপুরস্থ নিজস্ব অফিস ভবন বর্ধিতকরণের নিমিত্ত নিম্ন লিখিত শর্ত সাপেক্ষে ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে সীল মোহরকৃত দরপত্র আহ্বান করা যাইতেছে। ঠিকাদার বা সরবারাহকারী প্রতিষ্ঠানকে "নাগরী খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ" কার্যালয়ে উপস্থিত হয়ে টেন্ডার ডকুমেন্টস সংগ্রহ করতে হবে এবং প্রতিষ্ঠানের নামীয় প্যাডে আবেদনপূর্বক টেন্ডার ডকুমেন্টস সংযুক্ত করে জমা দিতে হবে।

শর্তাবলীঃ

১। প্রথম শ্রেণীর যে কোন খ্রীষ্টান ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান শিডিউল ক্রয় ও দরপত্র দাখিলে অংশগ্রহণ করতে পারবে।

২। দরপত্র ক্রয় মূল্য ২০০০ (দুই হাজার টাকা মাত্র)। দরপত্র আগামী ১১/০৭/২০২১ইং তারিখ ১৬/০৭/২০২১ইং অফিস সময় অনুযায়ী বিক্রয় করা হবে।

৩। দরপত্র ১৭/০৭/২০২১ইং তারিখ দুপুর ১২:৩০ মধ্যে জমা প্রদান করতে হবে।

৪। দরপত্র দাখিলের সময় দাখিলকৃত মূল্যের ২.৫% নাগরী খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ বরাবর পে-অডার প্রদান করতে হবে।

৫। দরপত্র গ্রহণ/ প্রত্যাখ্যান যাচাই-বাছাই, বাতিলের ক্ষমতা নাগরী খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ কর্তৃপক্ষ সংরক্ষণ করে।

৬। কার্য সম্পাদনের শেষ সময় চুক্তি সম্পাদনের তারিখ হতে ৩ মাস।

৭। কার্যাদের প্রাপ্তির ৩ দিনের মধ্যে সিকিউরিটি মানি হিসেবে উদ্বৃত মূল্যের (Quoted Amount) এর ৫% সমিতি বরাবর জমা দিতে হবে।

৮। শিডিউলে বর্ণিত টেকনিক্যাল স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী কার্য সম্পাদন ও বুঝিয়ে দিতে হবে।

৯। কার্য সম্পাদনের ৩ মাস পর আবেদনের প্রেক্ষিতে সিকিউরিটি মানি ফেরত প্রদান করা হবে।

১০। কার্যারম্ভের পূর্বে ৩টি নন জুডিসিয়াল ষ্টাম্প এ দ্বিপাক্ষিক চুক্তি সম্পদন করা হবে।

১১। সকল বিল একাউন্ট পে-চেক এর মাধ্যমে পরিশোধিত হবে। চলমান বিলের ক্ষেত্রে আবেদনের প্রেক্ষিতে সরেজমিনে পরিদর্শন করে সম্পাদিত কাজের মূল্যর ৭০% পরিশোধ যোগ্য।

১২। কাজ চলাকালীন সময়ে ঠিকাদার কর্তৃক অফিস বিল্ডিং সংরক্ষণ ও সদস্যদের নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে।

১৩। কার্য সম্পাদনের নির্ধারিত দিন অতিবাহিত হলে পরবর্তী প্রতিদিন ৫,০০০/- টাকা বিলম্ব মাশুল বিল হতে কর্তন করা হবে।

কর্তৃপক্ষ সর্বনিম্ন দরদাতা প্রতিষ্ঠানকে কার্যাদেশ প্রদানে বাধ্য নহেন এবং যে কোন প্রস্তাব কোন কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে আংশিক বা সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ বা বাতিল করার ক্ষমত সংরক্ষণ করেন। কোন প্রকার বক্তিগত যোগাযোগ অযোগ্যতা হিসেবে বিবেচনা করা হবে।

সকলক্ষেত্রে **"নাগরী খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ"** কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বিবেচিত হবে।

সমবায়ী শুভেচ্ছান্তে,

শর্মিলা রোজারিও
সেক্রেটারি
নাগরী খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ

সুমন রোজারিও
চেয়ারম্যান
নাগরী খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ

বিজ্ঞ/১৯৩/২১

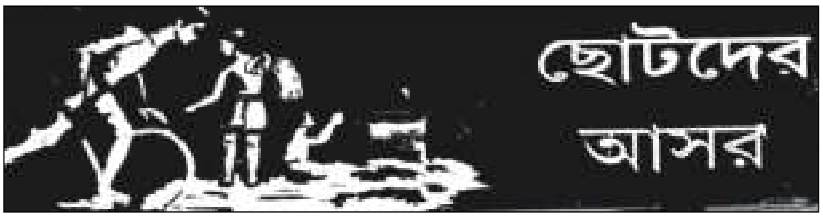

একটি গাছের চারা রোপন করো

তোমার গৃহের আঙ্গিনায় কেনা একটা গাছ লাগাও না?

এটা সম্ভবত:তোমার থেকে অধিককাল বেঁচে থাকবে। গাছটির নাম তুমি দিতে

পার : "এটা মার্থার বৃক্ষ" কিংবা "যোহনের বৃক্ষ"।

অথবা তুমি নিজের বলে দাবি করে বলতে পার, "এটা আমার বৃক্ষ"।

যখন তুমি এটার দিকে তাকাবে আর দেখবে একবার, একটু একটু করে এটা পাতা মেলতে শুরু করেছে, তবে তা হবে লক্ষ্যণীয়। নিজেকে তুমি জিজ্ঞেস করলেও করতে পার যদি কিনা তুমিও মেলতে শুরু করেছ, এক এক বার অল্প অল্প করে, তবে তা লক্ষ্যণীয়ভাবে।

ঐ গাছটির যত্ন নাও।

বই : ৬০টি উপায়ে, নিজেকে বিকশিত হতে দাও

মূল লেখক : মার্থা মেরী মনগ্যা সিএসসি

অনুবাদ : রবি খ্রিস্টফার ডি'কস্তা (প্রয়াত)

প্রার্থনাঃ

জীবনেশ্বর, আমাদের জীবনটি সত্যিই বৃক্ষের মত। বৃক্ষের দিকে তাকিয়ে আমাদের জীবন নিয়ে ভাবতে পারি। আশীর্বাদ কর- যেন বুঝতে পারি যে নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য নিয়েই আমাদের জীবনের মূহূর্তগুলি চলে যাবে। তবে জীবন থকতেই যেন সে মুহূর্তগুলির ব্যবহার সম্বন্ধে যেন যত্নশীল হই। এ আশীর্বাদ কর। আমেন।

এলিস মেরী পিউরীফিকেশন
মণিপুরীপাড়া

তোমার মৃত্যু নেই

(প্রয়াত নমস্য আর্চবিশপ মজেস এম কস্তা'র প্রথম মৃত্যু বার্ষিকী স্মরণে)

দিলীপ ভিনসেন্ট গমেজ

আমরা কিন্তু কেউ বিন্দুমাত্র ভুলেও ভাবিনি
কল্পনাও করিনি বর্ষার নীলাকাশ ভেজা
বৃষ্টির টুংটাং শব্দের মাঝেই
হারাতে হবে তোমাকে একদম অসময়ে
আর বৃষ্টির মতোই কাঁদতে হবে
তোমার অগণিত প্রিয় মেষদের
তাও আবার মরণঘাতী নিষ্ঠুর নির্মম
করোনাভাইরাসের ভীবৎস সময়ের আবর্তে।
হে পূজনীয় মেষপালক
জ্ঞান সাধনায় তোমার একাগ্রতা নিষ্ঠা
খেলার মাঠে চোখ ধাঁধানো খেলাযুবক
যুবতীদের সুন্দর জীবন গঠনে
তোমার সাংগঠনিক কর্মময়তা
ঢাকা খ্রীষ্টান ছাত্র কল্যান সংঘে নেতৃত
কোনোভাবেই ভুলার নয়।
হে নমস্য মেষপালক ধর্মীয় জীবন সাধনায়
একাগ্রতা ব্রতীয় জীবন অবিচল বিশ্বাসে
যাজকীয় ও মেষপালক জীবন-যাপনে
প্রার্থনা ও ধ্যানে ছিলে অবিচল
সেবার ব্রতে নিঃস্বার্থ সেবা বাংলাদেশ
খ্রিস্টমণ্ডলীর প্রসারতায়
মেষদের একসাথে করে অবিরাম
তোমার বিস্তৃর্ন
কর্মতৎপরতা সীমাহীন উন্নয়নের ধারা
সহজ সরল সাধা সিধে পবিত্রময় জীবনের
গভীর সত্তাবোধ
সেতো চির স্মরনীয় ও বরণীয়।
হে শ্রদ্ধাভাজন মেষপালক মহাকালের প্রবল
স্রোতেও গ্রাস করতে পারে না
তোমার মতো বিশাল হৃদয়ের মানুষকে
তোমার মৃত্যু নেই
তুমি ছিলে-তুমি আছো-তুমি থাকবে
কাল হতে কালান্তরে
অগণিত খ্রিস্টভক্তদের হৃদয়ে।।

ফাদার বুলবুল আগস্টিন রিবেরু

প্রথম বাংলাদেশী ভাতিকান কূটনৈতিক

রাজশাহীর ফাদার লিংকু লেণার্ড লরেন্স গমেজ

গত ১ জুলাই রাজশাহী ধর্মপ্রদেশের ফাদার লিংকু লেণার্ড গমেজ, ভাতিকান রাষ্ট্র থেকে সেন্ট্রাল আমেরিকার পানামাতে ভাতিকানের রাষ্ট্রদূতের সেক্রেটারী হিসেবে কূটনৈতিক সেবাদায়িত্ব পালনের জন্য নিয়োগ পান। তিনিই বাংলাদেশ থেকে প্রথম যিনি কোন ভাতিকান দূতাবাসে এই কূটনৈতিক সেবাদায়িত্ব পালন করার জন্য নিয়োগপ্রাপ্ত হন। ফাদার ফাদার লিংকু লেণার্ড লরেন্স গমেজ রাজশাহী ধর্মপ্রদেশের বোর্ণী মারীয়াবাদ ধর্মপল্লীর কৃতি সন্তান।

২৭ ডিসেম্বর ২০১৩ খ্রিস্টাব্দে যাজক হিসেবে অভিষিক্ত হন ফাদার লিংকু গমেজ। অতঃপর যাজকীয় জীবনের অভিজ্ঞতা অর্জন করেন আন্ধারকোঠা, চাঁনপুকুর ধর্মপল্লীগুলোতে পালকীয় সেবাদায়িত্ব পালন করার মধ্যদিয়ে। উচ্চ শিক্ষার জন্য তাকে ইতালির রোমে প্রেরণ করা হয়। ২০১৯ খ্রিস্টাব্দে মাণ্ডলীক আইনের উপর লাইসেন্সিয়েট ও ২০২১ খ্রিস্টাব্দে একই বিষয়ের উপর ডক্টরেট ডিগ্রী অর্জন করেন। অতঃপর ভাতিকানের কূটনৈতিক হিসেবে নিয়োগপ্রাপ্ত হন। তার এই নিয়োগে তিনি ঈশ্বর, কর্তৃপক্ষ ও সকলকে ধন্যবাদ জানানোর সাথে-সাথে সকলের প্রার্থনা প্রত্যাশা করেন। রাজশাহী ধর্মপ্রদেশের বিশপ জের্ভাস রোজারিও বলেন, ফাদার লিংকুর নিয়োগ প্রাপ্তিতে আমি অনেক তৃপ্তি ও আনন্দ অনুভব করছি। ফাদার লিংকুর জন্য গর্বিত। তিনিই প্রথম বাংলাদেশী যিনি পুণ্যপিতা পোপের প্রতিনিধির সেক্রেটারী হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন। এই নিয়োগ নিশ্চিতভাবেই বাংলাদেশ কাথলিক মণ্ডলীর পরিপক্কতা অর্জনের একটি চিহ্ন। তার মধ্যদিয়ে রাজশাহী ধর্মপ্রদেশ তথা গোটা বাংলাদেশের পরিচয় বিশ্ব মাঝে ছড়িয়ে পড়ুক।

জামিন প্রত্যাশী কারাবন্দী জেজুইট ফাদার চিরতরে জমিন পাড়ি দিলেন

৬৪ বছরের যিশুসঙ্গীয় ও ৫১ বছরের যাজকীয় জীবন এবং আজীবন মানবাধিকার রক্ষাকর্মী ও আদিবাসী-প্রান্তিকজনের পক্ষাবলম্বনকারী ৮৪ বছরের ফাদার স্ট্যান স্বামি গত ৫ জুলাই ২০২১ খ্রিস্টাব্দে দুপুর ১:৩০ মিনিটে বান্দ্রা, মুম্বাই এর হলি ফ্যামিলি হাসপাতালে তার শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন। ভারতের জাতীয় তদন্ত সংস্থা গত বছর ৮ অক্টোবর রাঁচী থেকে তাকে গ্রেফতার করে এবং পরেরদিনই তাকে মুম্বাই এর কাছে একটি জেলে রাখা হয়। তার বিরুদ্ধে মাওবাদীদের সহযোগিতার অভিযোগ তুলে গ্রেপ্তার করা হয়। যদিও তা বার বার অস্বীকার করা হয়েছে। গ্রেপ্তারের আগে থেকেই ফাদার স্বামি পার্কিনসন রোগে ভুগছিলেন। তার বয়স ও রোগ বিবেচনায় এনে জামিন লাভের জন্য বারবার চেষ্টা করা সত্ত্বেও জাতীয় তদন্ত নিরাপত্তা আদালত তা আমলে নেননি। এ বছর মে মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে তিনি কোভিড-১৯ এ আক্রান্ত হলে তার পরিবারের সদস্যরা তার জামিন প্রত্যাশা করলেও তারা আইনজ্ঞের সাথে দেখা করতে পারেননি। অবশেষে মুম্বাই কোর্ট তার শারীরিক অবস্থা জেনে সরকারী বা প্রাইভেট হাসপাতালে তার চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে বলেন। তবে তার অবস্থার ধীরে-ধীরে অবনতি ঘটতে থাকে এবং তিনি ৫ জুলাই মারা যান। ফাদার স্ট্যান সারা জীবন ন্যায় ও শান্তির জন্য কাজ করেছেন। আর তিনিই রাষ্ট্রের কাঠামোগত অন্যায্যতা ও বর্বরতার শিকার হলেন। অন্যায়ভাবে তাকে মাওবাদী ও সন্ত্রাসবাদী তকমা দিয়ে তা প্রতিষ্ঠিত করতে চাইলেন। তবে সত্য যেমন আপন মহিমায় প্রকাশিত হয় তেমনি ফাদার স্ট্যানও হাজারো মানুষের অন্তরে ন্যায়ের আলো জ্বেলে চিরদিন ভাস্বর হয়ে থাকবেন। তার মৃত্যুতে ভারতের কাথলিক বিশপ সম্মিলনীর প্রেসিডেন্ট বোম্বেও আর্চবিশপ কার্ডিনাল গ্রাসিয়াস বলেন, ফাদার স্ট্যানের মৃত্যুতে আমরা গভীর শোকাহত। ফাদার স্ট্যানের জীবন এবং গরীব আদিবাসীদের জন্য তার নিবেদনের জন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দেই। ফাদার স্ট্যানের গ্রেফতার প্রক্রিয়া খুবই দুঃখজনক। কেননা ভারতীয় ফৌজধারী আইন অনুযায়ী, যতক্ষণ না অভিযোগ প্রমাণিত না হচ্ছে তখনক্ষণ পর্যন্ত একজন ব্যক্তি নির্দোষ। ফাদার স্ট্যানের বিষয়টি শুনানী পর্যন্ত আসেনি। আমরা ব্যগ্র হয়ে অপেক্ষা করছিলাম বিষয়টি শুনানির জন্য আসবে এবং সত্য উদ্‌ঘাটিত হবে। সুযোগবঞ্চিত ও দলিতদের মর্যাদা দান ও উন্নয়নের জন্য ফাদার স্ট্যান দৃঢ় ও অক্লান্তভাবে কাজ করেছেন। সত্য শিঘ্রই প্রকাশিত হবে এবং সকল ষড়যন্ত্র ভেদ করে ফাদার স্ট্যান নির্দোষী বলে স্বীকৃতি পাবেন।

- **তথ্যসূত্র :** *news.va; rvanews*

তুমিলিয়া খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিমিটেড

স্থাপিতঃ ১৯৬৪ খ্রিস্টাব্দ
সাধু যোহন বাপ্তিস্ত ভবন, মাদার তেরেজা সরণী
তুমিলিয়া মিশন, পো:অ: কালীগঞ্জ-১৭২০, জেলা: গাজীপুর, বাংলাদেশ।
মোবাইল: ০১৭১১-৫৩৮৬৫৫, ই-মেইল: ঃ tcccul@yahoo.com

তারিখঃ ০৪/০৭/২০২১ খ্রিস্টাব্দ
সেক্রেটারি ২০২১-২০২২ (০১)

বিশেষ সাধারণ সভা ও নির্বাচন সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা **তুমিলিয়া খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ**-এর সম্মানিত সদস্য-সদস্যা ও সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, গত ২৮ মে, ২০২১ খ্রিস্টাব্দে অনুষ্ঠিত যৌথ সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক, অত্র ক্রেডিট ইউনিয়নের ব্যবস্থাপনা কমিটি, ঋণদান পরিষদ ও পর্যবেক্ষণ পরিষদের ''নির্বাচন-২০২১'' **আগামী ১৭ সেপ্টেম্বর, ২০২১ খ্রিস্টাব্দ, রোজ শুক্রবার, তুমিলিয়া বালক উচ্চ বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে সকাল ৯ ঘটিকা হতে বিকাল ৫ ঘটিকা পর্যন্ত বিরতিহীনভাবে** বিশেষ সাধারণ সভা ও ভোট গ্রহণ চলবে।

অতএব, অত্র ক্রেডিট ইউনিয়নের সদস্য-সদস্যাদের উক্ত বিশেষ সাধারণ সভা ও নির্বাচনে অংশগ্রহণপূর্বক নতুন কমিটি গঠনের জন্য অনুরোধ করা হলো।

সমবায়ী শুভেচ্ছান্তে,

ডেনিস আলেকজান্ডার কস্তা
সেক্রেটারি, ব্যবস্থাপনা কমিটি
তুমিলিয়া খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ

বিজ্ঞ/১৯২/২১

কারিতাস বাংলাদেশের নির্বাহী পরিচালকের দায়িত্ব হস্তান্তর

শিবা মেরী ডি' রোজারিও: গত ২১ মে ২০২১ খ্রিস্টাব্দে অনুষ্ঠিত কারিতাসের সাধারণ পরিষদের ১০৪তম সভায় মি: সেবাষ্টিয়ান রোজারিওকে নতুন নির্বাহী পরিচালক হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়েছে। তিনি মি: রঞ্জন ফ্রান্সিস রোজারিও-র স্থলাভিষিক্ত হলেন। একই সভায় মি: যোয়াকিম গমেজ, আঞ্চলিক পরিচালক, কারিতাস সিলেট অঞ্চলকে পরিচালক, অর্থ ও প্রশাসন পদে নিয়োগ দেয়া হয়। তিনি মি: সেবাষ্টিয়ান রোজারিও-র স্থলাভিষিক্ত হলেন।

গত ২৭ জুন ২০২১ খ্রিস্টাব্দ কারিতাসের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে দায়িত্ব হস্তান্তর প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়। করোনাভাইরাসের সংক্রমণ বৃদ্ধি পাওয়ায় সীমিত আকারে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এই অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আর্চবিশপ বিজয় এন ডি'ক্রুজ ওএমআই, ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশ, বিশেষ অতিথি বিশপ থিয়োটনিয়াস গমেজ সিএসসি, কারিতাসের প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট, ফাদার প্রশান্ত টি. রিবেরু, ভাইস প্রেসিডেন্ট, কারিতাস বাংলাদেশ, কারিতাস কেন্দ্রীয় অফিসের আধ্যাত্মিক উপদেষ্টা ফাদার ড. লিটন হিউবার্ট গমেজ সিএসসি, বারাকার ভারপ্রাপ্ত পরিচালক ব্রাদার ফ্রান্সিস নির্মল গমেজ সিএসসি, কারিতাস লুক্সেমবার্গের বাংলাদেশ প্রতিনিধি মি: সুবাস সাহা। আরো উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় পরিচালকগণের পরিবারের সদস্য। এছাড়াও কারিতাস কেন্দ্রীয়, ট্রাস্ট, আঞ্চলিক, প্রকল্প অফিসের স্বল্প সংখ্যক কর্মীবৃন্দ অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। উল্লেখ্য কারিতাসের সকল কর্মীর জন্য অনুষ্ঠানটি জুমের মাধ্যমে অনলাইনে প্রচার করা হয়। অনুষ্ঠান সঞ্চালনায় ছিলেন মিজ আইরিন মূর্মু ও মি: মাজহারুল ইসলাম আশি।

কারিতাস ডেভেলপমেন্ট ইন্সটিটিউট এর থিওফিল নকরেক, পরিচালক, সার্বজনীন প্রার্থনার মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠান শুরু হয়। এরপর মি: জেমস্ গোমেজ, পরিচালক (কর্মসূচি) স্বাগত বক্তব্য রাখেন। বিদায়ী নির্বাহী পরিচালকের কারিতাস বাংলাদেশে চাকুরীকালীন সময়ের কিছু স্মরণীয় মুহূর্ত নিয়ে ভিডিও চিত্র প্রদর্শন করা হয়। অনুষ্ঠানে কারিতাসের বিদায়ী নির্বাহী পরিচালক মি: রঞ্জন ফ্রান্সিস রোজারিওকে ঘিরে স্মৃতিচারণমূলক বক্তব্যের মাধ্যমে অনুভূতি প্রকাশ করেন মিজ বার্থা গীতি বাড়ৈ, পরিচালক, কোর্ দি জুট ওয়ার্কস, মি: জ্যোতি গমেজ, আঞ্চলিক পরিচালক, কারিতাস ঢাকা অঞ্চল, মি: ফেলিক্স বাবলু রোজারিও, প্রকল্প পরিচালক, সিএমএফপি, ড. আরোক টপ্প্য, ম্যানেজার, ইসিএফএস ও মিজ তপতি দাস গুপ্তা, সিনিয়র এ্যাকাউন্টস্ অফিসার। এছাড়াও সকল অঞ্চল ও জরুরী সাড়াদান প্রকল্পের পক্ষ থেকে ভিডিও বার্তার মাধ্যমে বিদায়ী নির্বাহী পরিচালকের প্রতি ধন্যবাদ-কৃতজ্ঞতা ও নবনিযুক্তগণের প্রতি শুভকামনা ব্যক্ত করা হয়। ফাদার ড: লিটন হিউবার্ট গমেজ সিএসসি-এর পরিচালনায় নবনিযুক্ত নির্বাহী পরিচালক মি: সেবাষ্টিয়ান রোজারিও শপথ গ্রহণ করেন। শপথ গ্রহণের পর তিনি বলেন, 'আমাকে এই গুরুদায়িত্ব পালনের সুযোগ দেয়ায় আমি বাংলাদেশ কাথলিক বিশপ সম্মেলনীর প্রতি আমার ধন্যবাদ-কৃতজ্ঞতা নিবেদন করছি। আর বিশেষ ধন্যবাদ জানাই বিদায়ী নির্বাহী পরিচালক রঞ্জন ফ্রান্সিস রোজারিও-কে। আমি সকলের প্রার্থনা ও সহযোগিতা নিয়ে কাজ করে যেতে চাই। আমরা সবাই মিলে পরিকল্পনা করব আর সেই অনুযায়ী কাজ করব।

বিদায়ী নির্বাহী পরিচালক রঞ্জন ফ্রান্সিস রোজারিও তার বক্তব্যে বলেন, 'আমি কারিতাসে আমার কাজকে আমার আহ্বান হিসেবে বিবেচনা করেছি, চাকুরী হিসেবে নয়। আমার জীবনের জন্য আমি পরম করুণাময় ঈশ্বরের কাছে কৃতজ্ঞ। কারিতাসে আমার কর্মজীবনের জন্য আমার সহকর্মীদের ধন্যবাদ জানাই। আরোও ধন্যবাদ দেই বাংলাদেশ বিশপস্ কনফারেন্স-কে যারা আমাকে কারিতাসে সেবা দেয়ার জন্য মনোনীত করেছিলেন। আমি আপনাদের প্রার্থনা চাই আমার সুস্থতার জন্য যেন সেবার মনোভাব নিয়ে সমাজের জন্য আরো কাজ করে যেতে পারি।'

বিশপ থিয়োটনিয়াস গমেজ সিএসসি বলেন, 'রঞ্জন রোজারিও তার কাজ থেকে আজ অবসরে যাচ্ছেন। তবে তার এত বছরের কর্মময়তা তার জীবনকে সমৃদ্ধ করেছে। তার এই সমৃদ্ধ জীবন নিয়ে সমাজে অবদান রেখে যাবেন। আর আমি প্রত্যাশা রাখি সেবাষ্টিয়ান রোজারিও তার দায়িত্ব পালনে আধ্যাত্মিকতা ও কর্মময়তায় একাত্ম হয়ে সমৃদ্ধ হয়ে উঠবেন।'

আর্চবিশপ বিজয় এন ডি' ক্রুজ ওএমআই বলেন, 'রঞ্জন রোজারিও আমাদের জন্য ঈশ্বর প্রদত্ত উপহার। তিনি তার সেবা দিয়ে কারিতাসকে আরো সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে গেছেন। আমি বিশপস্ কনফারেন্স এর পক্ষ থেকে তাকে অনেক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই। সেইসাথে সেবাষ্টিয়ান রোজারিও-কে শুভেচ্ছা জানাই। আশা করি তার নেতৃত্বে কারিতাসের সেবা কাজ আরো বেগবান হবে।'

ফাদার প্রশান্ত টি রিবেরু বলেন, 'রঞ্জন রোজারিও মণ্ডলীর সাথে সবসময় সম্পৃক্ত ছিলেন এবং মণ্ডলীর প্রতিপালক-যাজকগণের প্রতি তার শ্রদ্ধা-বিশ্বাস অনেক। তিনি তার কাজে অভিজ্ঞতা, দক্ষতা, বুদ্ধিমত্তা, সাহসিকতার পরিচয় রেখে গেছেন। সেবাষ্টিয়ান রোজারিও তার কাজ ও দায়িত্বের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। তিনি তার নতুন দায়িত্ব সুন্দরভাবে পালন করতে পারবেন এই আমার বিশ্বাস। আমি তাদের দুজনার সুন্দর ভবিষ্যত জীবন কামনা করি।' তার বক্তব্যের মধ্যদিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে॥

পবিত্র আত্মা উচ্চ সেমিনারীর নতুন পরিচালকের অধিষ্ঠান অনুষ্ঠান

নিজস্ব সংবাদদাতা : গত ২ জুন ২০২১ খ্রিস্টবর্ষ, পবিত্র আত্মা উচ্চ সেমিনারী, বনানীতে অনুষ্ঠানিকভাবে পবিত্র খ্রিস্টযাগের মধ্যদিয়ে নতুন পরিচালকের অধিষ্ঠান অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। সকাল ৮:৩০ মিনিটে খ্রিস্টযাগের শুরুতেই বিশপ পল পনেন কুবি পবিত্র আত্মা উচ্চ সেমিনারীর জন্য নতুন পরিচালক হিসেবে ফাদার পল গমেজের নাম ঘোষণা করেন। সাথে-সাথে তিনি বিদায়ী পরিচালক ফাদার প্যাট্রিক শিমন গমেজ, অধ্যাপক ফাদার শিশির নাতালে গ্রেগরী, ফাদার টেরেন্স রড্রিক্স এবং ফাদার লুইস সুশীল পেরেরা তাদেরকে ধন্যবাদ দেন এবং সাথে সাথে নবাগত অধ্যাপক ফাদার চার্লস পলেট এসজে, ফাদার ফ্রান্সিস মুর্মু, ফাদার আন্তনী হাঁসদার নাম ঘোষণা করেন। এরপর যথারীতি খ্রিস্টযাগ শুরু হয়। বিশপ পল পনেন কুবি সিএসসি খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন এবং এই অধিষ্ঠান অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন। বিশপের উপদেশের পর নবনিযুক্ত পরিচালক ফাদার পল গমেজ বিশ্বাস মন্ত্র উচ্চারণ করেন। পবিত্র খ্রিস্টযাগের পর পবিত্র আত্মা উচ্চ সেমিনারীর মিলনায়াতনে সংক্ষিপ্ত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বিদায়ী পরিচালক ফাদার প্যাট্রিক শিমন গমেজ, শিক্ষা পরিচালক ফাদার শিশির নাতালে গ্রেগরী, সহকারী আধ্যাত্মিক ফাদার টেরেন্স রড্রিক্স এবং ফাদার লুইস সুশীল পেরেরাকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানানো হয় এবং সেমিনারীর পরিচালক মণ্ডলী ও সেমিনারীয়ারদের পক্ষ থেকে প্রীতি-উপহার প্রদান করা হয়। একই সাথে নব-অধিষ্ঠিত পরিচালক ফাদার পল গমেজ, ফাদার চার্লস পলেট এসজে, ফাদার ফ্রান্সিস মুর্মু ও ফাদার আন্তনী হাঁসদাকে বরণ করে নেওয়া হয়। কোভিড-১৯ এর কারণে স্বল্প পরিসরে অনুষ্ঠান করা হলেও সেমিনারীর অধ্যাপকবৃন্দ ও শিক্ষার্থীগণ উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন এবং ভাব-গাম্ভীর্য পরিবেশে বিশপের আশীর্বাদ প্রদানের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি হয়॥

সেন্ট মেরী'র স্কুল আলীকদমে সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা

ব্রাদার গ্রেনার রিছিল সিএসসি: গত ২০ জুন ২০২১ খ্রিস্টাব্দে রোজ রবিবার সেন্ট মেরী'স স্কুল-এর আয়োজনে কারিতাস, চট্টগ্রাম অঞ্চলের সহযোগিতায় স্কুলের কিছু সংখ্যক শিক্ষার্থী নিয়ে বিতর্ক প্রতিযোগিতা, কবিতা আবৃত্তি ও সঙ্গীত প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পবিত্র যিশু হৃদয় সেমিনারীর পরিচালক ফাদার সমর দাংগ ওএমআই, সভাপতি ব্রাদার লুক রঞ্জন পিউরিফিকেশন সিএসসি, প্রধান শিক্ষক, সেন্ট মেরী'স স্কুল আলীকদম, বিশেষ অতিথি জাহানার পারভিন লাকি, শিক্ষিকা, চম্পটপাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং কারিতাসের প্রতিনিধি মিখায়েল ত্রিপুরা। উদ্বোধনী নৃত্য ও মোমাবাতি প্রজ্জ্বলনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের কার্যক্রম শুরু হয়। উক্ত অনুষ্ঠানের স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন ব্রাদার গ্রেনার রিছিল সিএসসি। তিনি উপস্থিত অতিথিবৃন্দকে শুভেচ্ছা ও স্বাগতম জানিয়ে শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে উৎসাহমূলক বক্তব্য প্রদান করেন। তিনি বলেন, 'একটি মজবুত বিল্ডিং যেমন তার ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে থাকে তেমনি আমাদের সফলতাও আমাদের ইচ্ছার উপর ভর করে দাঁড়িয়ে থাকে।' উক্ত অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি, ফাদার সমর দাংগ বলেন, 'সফলতা অর্জন করার জন্য পরিশ্রম ও সাধনা করতে হবে। এর জন্য একজন শিক্ষার্থীকে প্রথমেই প্রকৃত মানুষ হয়ে উঠতে হবে এবং প্রকৃত মানুষ হয়ে উঠতে পারলে সে কোন না কোনভাবে তার সফলতা পাবেই।' পরবর্তিতে তিনি উক্ত অনুষ্ঠানের কর্ম সূচির আনুষ্ঠিকভাবে শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করেন। অন্যান্য কার্যক্রম শুরুর পূর্বেই সভাপতি ব্রাদার লুক রঞ্জন পিউরিফিকেশন, সিএসসি সকল অতিথিবৃন্দকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। একই সাথে সকল অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীদের এবং আগত অতিথিদেরকে বৈরি পরিবেশের মাঝেও স্কুলে উপস্থিত থেকে সক্রিয় অংশগ্রহণ করার জন্য ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন।

পরবর্তীতে অনুষ্ঠানের অন্যান্য কর্মসূচি পর্যায়ক্রমে চলমান থাকে। প্রথমত: বিতর্ক প্রতিযোগিতা- মূলভাব হলো: "শিক্ষার্থীদের উন্নতি সম্ভব শুধুমাত্র ক্লাসের পাঠ্য বই পড়েই।" দ্বিতীয়ত: কবিতা আবৃতি প্রযোগিতা ('ক' ও 'খ' ২টি শাখা) এবং তৃতীয়ত: সঙ্গীত প্রতিযোগিতা ('ক' ও 'খ' ২টি শাখা)। পরিশেষে, পুরস্কার বিতরণের মধ্যদিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে॥

জলছত্র ধর্মপল্লীতে সাধু যোসেফের বর্ষ উপলক্ষে ধ্যান প্রার্থনা

সিস্টার রুমি পাথাং সিএসসি : গত ১৮ জুন ২০২১ খ্রিস্টাব্দে মারীয়ার সেনা সংঘের উদ্যেগে এবং ৫০জন খ্রিস্টভক্তের অংশগ্রহণে কর্পোস খ্রিস্টি ধর্মপল্লী, জলছত্রে, এক ধ্যান ও প্রার্থনা সভার আয়োজন করা হয়। প্রারম্ভেই সেনা সংঘের সদস্যাগণ সাধু যোসেফের মূর্তিসহ গান ও শোভাযাত্রা করে গির্জায় প্রবেশ করেন। এরপর উদ্বোধন প্রার্থনা পরিচালনা করেন সভানেত্রী মিসেস মারীয়া

চিরান। পালপুরোহিত ফাদার ডনেল ক্রুশ সিএসসি এর পরিচালনায় সকাল ৯টা হতে ২টা পর্যন্ত সভা পরিচালিত হয়। পোপ মহোদয় ৮ ডিসেম্বর ২০২০ খ্রিস্টব্দ থেকে ৮ ডিসেম্বর ২০২১ সাধু যোসেফের বর্ষ ঘোষণা করেছেন এই বিষয়ের আলোকে পরিবারের প্রতিপালক সাধু যোসেফের উপর পালপুরোহিত অনুধ্যান রাখেন। এরপর সকলে ৫টি ভাগে দলীয় আলোচনা ও উপস্থাপনায় অংশ নেন। ১২:৩০ মিনিটে ফাদার ডনেল পবিত্র খ্রিস্টযাগ অর্পন করেন এবং সহকারী ফাদার রবার্ট নকরেক বাণী সহভাগীতা করেন। খ্রিস্টযাগের পর খাবারের মধ্যদিয়ে উক্ত বিশেষ ধ্যানসভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়॥

তুইতাল ধর্মপল্লীতে বাবা দিবস উদ্‌যাপন

অমিত গমেজ : পবিত্র আত্মার গির্জা তুইতাল ধর্মপল্লীতে গত ২০ জুন ২০২১ খ্রিস্টাব্দে রবিবার বাবা দিবস উদ্‌যাপিত হয়। ধর্মপল্লীর অর্ন্তগত গ্রাম থেকে বাবারা খ্রিস্টাযাগে অংশগ্রহণ করেন। খ্রিস্টযাগে পৌরহিত্য করেন পাল-পুরোহিত ফাদার পংকজ প্লাসিড রড্রিকস। তাকে সহযোগিতা করেন ফাদার আবেল বি. রোজারিও এবং ডিকন জুয়েল ডমিনিক কস্তা। খ্রিস্টযাগের শুরুতে বাবারা শোভাযাত্রা করে গির্জায় প্রবেশ করে। বাণী পাঠ, গান পরিচালনা সমস্ত দায়িত্বই বাবারা পালন করেছে। উপদেশ বাণীতে সহাভাগিতায় ফাদার পংকজ প্লাসিড রড্রিকস বলেন পিতা হলেন পরিবারের নির্ভরশীলতার বেষ্টনী, পরিবারের কর্তা। পরিবারের ভালবাসা, নিরাপত্তা ও নির্ভরতার প্রতীক হল বাবা। এছাড়াও বাবারা পরিবারের জন্য কত কষ্ট সহ্য করেন, পরিবারকে তিল -তিল করে গড়ে তুলেন সে বিষয়ে এবং বাবাকে কিভাবে সম্মান করতে হবে সেই বিষয় নিয়ে সহভাগিতা করেন। রবিবারের দুটি খ্রিস্টযাগেই বাবাদের শুভেচ্ছা দেওয়া হয়। খ্রিস্টযাগের শেষে বাবাদের শুভেচ্ছা ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হয়। উল্লেখ্য একইভাবে সোনাবাজু উপ-ধর্মপল্লীতেও বাবাদের বাবা দিবসের শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করা হয় এবং অনেক বাবারা সেখানে অংশগ্রহণ করেন॥

বানিয়ারচর পবিত্র পরিত্রাতার ধর্মপল্লীতে শিশুমঙ্গল দিবস উদ্‌যাপন

ফাদার সঞ্চয় গমেজ : গত ১৫ জুন ২০২১ খ্রিস্টাব্দ, রোজ মঙ্গলবার বানিয়ারচর ধর্মপল্লীতে যথাযথভাবে স্বাস্থ্যবিধি মেনে আনন্দঘন পরিবেশের মধ্যদিয়ে শিশুমঙ্গল দিবস পালন করা হয়। "সৃষ্টি ও প্রকৃতির যত্নে শিশুদের অংশগ্রহণ" এই মূলভাবকে কেন্দ্র করে সারাদিনব্যাপী বিভিন্ন অনুষ্ঠানের শুরুতেই ছিল রেজিস্ট্রেশন এবং এরপর খ্রিস্টযাগ। খ্রিস্টযাগে পৌরোহিত্য করেন ধর্মপল্লীর পাল-পুরোহিত এবং বরিশাল ধর্মপ্রদেশের শিশু সমন্বয়কারী ফাদার জার্মেইন সঞ্চয় গমেজ এবং সহযোগিতা করেন সহকারী পাল-পুরোহিত ফাদার বাবু রিচার্ড হালদার। উপদেশ বাণীতে তিনি বলেন, ঈশ্বর সামুয়েলের মতো আমাদেরও ডাকেন এবং স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করতে হলে শিশুদের মতো সরল মনের অধিকারী হতে হবে। এছাড়াও প্রকৃতির যত্নে শিশুদের অংশগ্রহণ এবং করণীয় সম্পর্কে সুন্দর উপদেশবাণী রাখেন। খ্রিস্টযাগের পরে অনুষ্ঠানের শুরুতেই শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন ফাদার বাবু রিচার্ড হালদার। এরপর ফাদার সঞ্চয় গমেজ দিনের মূলসুরকে কেন্দ্র করে শিশুদের ক্লাস প্রদান করেন। তিনি শিশুদের শিক্ষা দেন যে, প্রকৃতির যত্নে শিশুরাও কীভাবে ভূমিকা রাখতে পারে এ ব্যাপারে তিনি তাদের উৎসাহিত করেন। এরপর বিভিন্ন গ্রাম থেকে আসা শিশুদের নিয়ে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে ছিল নাচ, গান, অভিনয় এবং কুইজ প্রতিযোগিতা। এরপর শিশুদের হাতে পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানে সমাপনী বক্তব্য রাখেন শিশু এ্যানিমেটর সিস্টার শিলা এসএমআরএ। এরপর দুপুরের আহারের মধ্যদিয়ে দিনের কর্মসূচী সমাপ্ত হয়। উল্লেখ্য অনুষ্ঠানে ফাদার, সিস্টার, সেমিনারীয়ান, এ্যানিমেটর এবং শিশুসহ সর্বমোট ১৩৫জন অংশগ্রহনকারী উপস্থিত ছিল॥

তেলিয়াপাড়া চা বাগানে যিশু হৃদয়ের পর্ব পালন ও প্রথম কম্যুনিয়ন প্রদান

রাজু লামিন : শায়েস্তাগঞ্জ সেন্টারের অধীনে গত ১৩ জুন ২০২১ খ্রিস্টাব্দে সকাল ১০টায় তেলিয়াপাড়ার গির্জার প্রতিপালক যিশু হৃদয়ের পর্ব মহাসমারোহে পালন করা হয়। উক্ত দিনে সর্বমোট ১৭জন ছেলে-মেয়ে প্রথমবারের মতো যিশুকে রুটি ও দ্রাক্ষারসের আকারে গ্রহণ করে। পর্বীয় খ্রিস্টযাগে চারজন পুরোহিত, একজন সিস্টার এবং একজন সেমিনারীয়ান উপস্থিত ছিলেন। এছাড়াও স্থানীয় খ্রিস্টভক্তগণ এবং আশেপাশে আরও অনেকেই খ্রিস্টযাগে উপস্থিত ছিলেন। খ্রিস্টযাগে প্রধান পৌরহিত্য করেন শ্রীমঙ্গল ধর্মপল্লীর পালপুরোহিত ফাদার নিকোলাস বাড়ৈ সিএসসি। খ্রিস্টযাগে উপদেশ বাণীতে ফাদার গাব্রিয়েল কোড়াইয়া বলেন খ্রিস্টবিশ্বাসী

হিসেবে যিশু হৃদয়ের প্রতি ভক্তি খ্রিস্টীয় বিশ্বাসের অন্যতম একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। ফাদার তার উপদেশে যিশুর পবিত্র হৃদয়ের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট তুলে ধরেছেন। ক্রুশের উপরে যিশুর বর্শা বিদ্ধ হৃদয় থেকে যেরূপ জল ও রক্ত ঝরেছিল ঠিক তেমনি প্রভু যিশু প্রতিনিয়ত আমাদের উপর তাঁর আশীর্বাদের জলধারা দিয়ে যাচ্ছেন। ফাদার খ্রিস্টপ্রসাদ সংস্কার গ্রহণকারীদের অভিনন্দন জানিয়েছেন এবং তাদের সর্বাঙ্গিন মঙ্গল কামনা করেন। খ্রিস্টযাগের শেষে ফাদার বিপ্লব কুজুর সবাইকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। পরিশেষে গ্রামের সবাই মধ্যাহ্ন ভোজে অংশগ্রহণের মধ্যদিয়ে দুপুর ১ টায় পর্বীয় আনন্দ সহভাগিতার পরিসমাপ্তি ঘটে॥

প্রথম মৃত্যুবার্ষিকী

ফাদার পৌল ডি'রোজারিও (জয়গুরু)

জন্ম : ৩ নভেম্বর ১৯৫১ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু : ১৩ জুলাই, ২০২০ খ্রিস্টাব্দ
গ্রাম : প্রিয়বাগ, মারীয়াবাদ বোর্নী মিশন
জোনাইল, বড়াইগ্রাম, নাটোর।

ভাই, তুমি এসেছিলে এ পৃথিবীতে, ফিরে গেছ পিতার কাছে চিরশান্তি মাঝে,
স্মৃতিগুলো রেখে গেছো প্রত্যেকের অন্তরে।

অতি আদরের ভাই আমাদের-কেমন করে যে একটি বছর পার হয়ে গেছে তা বুঝতেই পারলাম না। বেদনাবিধূর সেই রাত আজ আমাদের দরজায় এসে পড়লো। ১৩ জুলাই ২০২০ খ্রিস্টাব্দ রাত ৮টা ৫০ মিনিট ইহলোকের মায়া ত্যাগ করে স্বর্গে পিতার নীড়ে চলে গেলে। সর্বদা মনে হয় ভাইতো আমাদের হৃদয়েই আছে প্রতিক্ষণে। রোজারিও পরিবারে ফাদার পৌল ডি'রোজারিও (জয়গুরু) ছিলেন একজন আদর্শ যাজক। তাকে ঈশ্বরের দ্রাক্ষাক্ষেত্রে মণ্ডলীর সেবার কাজকর্মে যে দায়িত্ব দেয়া হতো তা তিনি বিশ্বস্ততার সাথেই পালন করে গিয়েছেন। কাজে-কর্মে কখনো তাকে অলসতা-অবহেলা করতে দেখিনি। বরং মানুষকে ভালবেসেই শিক্ষা প্রদানে, ধর্মে-কর্মে, সৎকাজে উৎসাহ প্রদানে, শক্তি-সাহস যোগাতে দেখেছি। গ্রামে-গঞ্জে, মফস্বলে কি করা যায়, কি অবস্থায় আছে, সমাজ ভালভাবে চলছে কি না এই বিষয়গুলো গ্রামের মানুষের কাছ থেকে প্রায় সময়ই খোঁজ-খবর নিতো। এই কথাগুলো গ্রামের মানুষের কাছ থেকেই শুনেছি। তোমার শুন্যতা আমরা প্রতি মুহূর্তে অনুভব করি। বলতে পার, আমরা কোথায় পাব তোমার সেই শক্তি-সাহস! স্মৃতিগুলো আমাদের কাঁদায়। তুমি

একজন পরিচিত লেখক। তোমার জন্ম হয়েছিল একটি সম্ভ্রান্ত পরিবারে। তুমি ছিলে বিজ্ঞান বিভাগের ছাত্র। তারপরও বাংলায় এত দক্ষতা, ভাষা, লেখার ধরণ, গল্প কাহিনী, বাস্তব ঘটনাগুলো তুলে ধরা। গুরু সাধনা সুরে-গানে বইটিতে তুমি ২০৩টি গান রচনা করে তাতে সুর দিয়েছ। তোমার লেখা ৮টি বই প্রকাশিত হয়েছে। আর গীতাবলীতে অনেক গান রয়েছে যা খ্রিস্ট বিশ্বাসী ভক্তগণ পবিত্র খ্রিস্টযাগের সময় গেয়ে থাকেন। ভাই তোমার গান ও লেখার মধ্যেই তোমাকে ঘিরে বেঁচে থাকি। তোমার গাওয়া গানের সুর আমাদের কানে বাজে। তুমি ছিলে সর্বদা হাসি-খুশি, দয়ালু, ধার্মিক, ন্যায় পরায়ন, সহজ-সরল, সৎ, সকলের প্রিয়, মজার মানুষ, ধর্মপথের যিশুর শিষ্য সেবক যাজক। তোমার এ অপ্রত্যাশিতভাবে চলে যাওয়ায় আমরা গভীরভাবে শোকাহত। স্বর্গে থেকে পিতার কাছে আমাদের জন্য প্রার্থনা কর এবং (রোজারিও পরিবার) আমাদের সকলকে আশির্বাদ কর। ঈশ্বর তোমার আত্মাকে স্বর্গে চিরশান্তিতে রাখুন, এই আমাদের প্রতিদিনের প্রার্থনা ও কামনা। রাজশাহী ধর্মপ্রদেশের ধর্মপাল পরম শ্রদ্ধেয় বিশপ জের্ভাস রোজারিও সহ ৪৬জন ফাদার যারা জয়গুরু'র সমাধী দেবার সময় উপস্থিত থেকে তার আত্মার চিরশান্তি কামনায় প্রার্থনা করেছেন সাথে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের প্রায় ৩৮জন সিস্টারগণকে এবং গ্রামবাসী সকল ভাই-বোনদের যারা যাজকের অন্তেষ্টিক্রিয়ায় সহযোগিতা করেছেন, স্বান্ত্বনার বাণী শুনিয়েছেন তাদেরও এবং সেই সাথে বোর্নী মিশনের ও বিভিন্ন মিশন হতে আগত প্রায় দুই হাজার খ্রিস্টভক্তগণকে আমাদের বাড়ীর সবার পক্ষ থেকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা। আপনাদের সকলের নিকট আবেদন, তাঁর ভক্ত জনগণ যাজকের আত্মার চিরশান্তির জন্য প্রার্থনা করবেন।

যাজকের বাড়ীর শোকার্ত ভাইবোনদের পক্ষে (পরিবারবর্গ)

শুভেচ্ছান্তে ও প্রার্থনায়
শেফালী মেরী মার্গারেট রোজারিও

বিজ্ঞ/১৮৯/২১

পোষ্ট এইচএসসি, ডিগ্রী বা অনার্স পর্যায়ে যারা অধ্যায়নরত

➤ **তুমি নিমন্ত্রিত। তুমি কি একজন অবলেট সন্ন্যাস-ব্রতী যাজক বা ব্রাদার হতে চাও?**
➤ তুমি কি অবলেট হয়ে জনগণ তথা ঈশ্বরের জন্য কাজ করতে চাও?
➤ তুমি কি এসএসসি, এইচএসসি কিংবা ডিগ্রী পর্যায়ে পড়াশুনা করছো?
➤ **যদি তুমি হ্যাঁ বল..... তবে এই নিমন্ত্রণ গ্রহণ কর।**

- তোমার ব্যক্তিগত কোন সম্পদ থাকবে না কিন্তু তোমার জীবন ভরে উঠবে অমূল্য সম্পদে।
- তোমার নিজের বলে কোন সময় থাকবে না, কিন্তু তোমার জীবন হবে পূর্ণ।
- ব্রতজীবন একটি আহ্বান, একটি চ্যালেঞ্জ, একটি নিমন্ত্রণ, আরও অর্থপূর্ণ জীবনের জন্যে, দীন-দরিদ্রের মাঝে সুখবর প্রচারের জন্য।

বাংলাদেশ অবলেট সম্প্রদায়ের ফাদারগণ প্রতি বছরের মতো এই বছরও পোষ্ট এইচএসসি, ডিগ্রী বা অনার্স পর্যায়ে যারা পড়াশুনা করছে, তাদের জন্য **"এসো, দেখে যাও"**এর প্রোগ্রাম আয়োজন করতে যাচ্ছে, যে সকল যুবক ভাইয়েরা ঈশ্বরের ডাকে সাড়া দিতে চায়, দয়া করে যোগাযোগ করতে অনুরোধ করা যাচ্ছে। প্রার্থীকে আসার সময় অবশ্যই স্থানীয় পাল-পুরোহিতের চিঠি নিয়ে আসতে হবে।

স্থান: অবলেট জুনিওরেট, ২৪/এ, আসাদ এভিনিউ, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭

প্রয়োজনীয় তথ্যের জন্য যোগাযোগের ঠিকানা

আহব্বান পরিচালক ফাদার পিন্টু কস্তা, ও.এম.আই মোঃ ০১৮৪৮-১৫৬৬৭০ ০১৭৪২-২৪৯২৪২	ফাদার জনি ফিনি, ও.এম.আই **পরিচালক (অবলেট সেমিনারী)** মোঃ ০১৭৪১-৮১৬৪৩২	ফাদার রূপক রোজারিও ও.এম.আই ০১৭৭২-৫৬৩৮৩০ ফাদার সুবাস কস্তা ও.এম.আই মোঃ ০১৭১৫-০৩৮৮০৬	ফাদার সুবাস গমেজ, ও.এম.আই **সুপিরিওর, ডি' মাজেনড স্কলাসটিকেট** মোঃ ০১৭১৬-৫৮৬৪১৪ ফাদার সাগর রোজারিও ও.এম.আই মোঃ ০১৭৮৮-৮৮৮৯০৯

বিজ্ঞ/১৯০/২১

দি খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ, ঢাকা

রেভাঃ ফাদার চার্লস্ জে, ইয়াং ভবন ১৭৩/১/এ,
পূর্ব তেজতুরী বাজার, তেজগাঁও ঢাকা-১২১৫

তারিখঃ ২৮ জুন, ২০২১ খ্রিস্টাব্দ

হিসাবের সত্যতা নিশ্চিতকরণের সাধারণ বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা উপরোক্ত ক্রেডিট ইউনিয়নের সম্মানিত সকল সদস্য/সদস্যা, দেনাদার ও পাওনাদারগণের অবগতি ও কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের নিমিত্তে জানানো যাচ্ছে যে, উক্ত ক্রেডিট ইউনিয়নের ২০২০-২০২১ আর্থিক বছরের বিধিবদ্ধ বার্ষিক নিরীক্ষা (বকেয়াসহ যদি থাকে) আগামী ১৫/০৭/২০২১ খ্রিস্টাব্দ তারিখ হতে ক্রেডিট ইউনিয়নের রেজিষ্ট্রিকৃত কার্যালয়ে আরম্ভ করা হবে। সে মতে সংশ্লিষ্ট সকলকে তাদের নামীয় নিজ নিজ হিসাবাদি ক্রেডিট ইউনিয়নে রক্ষিত হিসাবের সাথে নিরীক্ষা চলাকালীন সময়ে মিলিয়ে নেয়ার জন্যে অনুরোধ করা হলো। উল্লেখ্য, এ ব্যাপারে আলাদা কোনো ভেরিফিকেশন স্লীপ ইস্যু করা হবে না এবং হিসাবাদি মিলিয়ে না নিলে ক্রেডিট ইউনিয়নে রক্ষিত হিসাবকে চূড়ান্ত বিবেচনা করে বিধিবদ্ধ বার্ষিক নিরীক্ষা সম্পন্ন করা হবে।

ভবরঞ্জন বৈদ্য
দলনেতা, অডিট দল
দি খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ, ঢাকা।
ও এসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার, অডিট, কাল্‌ব

বিজ্ঞ/১৯১/২১

পবিত্র ক্রুশ সংঘের প্রতিষ্ঠাতা

পবিত্র ক্রুশ সংঘের প্রথম সাধু

পবিত্র ক্রুশ সম্প্রদায়ের দু'জন ব্রাদারের আজীবন সন্ন্যাসব্রত গ্রহণ অনুষ্ঠান-২০২১

তোমার হাতে সঁপেছি জীবন; লহ মোর অঞ্জলী

গত ১৩ জুন, ২০২১ খ্রিস্টাব্দ, রবিবার পবিত্র ক্রুশ সম্প্রদায়ের ব্রাদারদের জন্য ছিল একটি অতি আনন্দের দিন। এই দিনে পবিত্র ক্রুশ সংঘের দুইজন ভ্রাতা: **ব্রাদার ক্লিন্টন যোসেফ মণ্ডল সিএসসি এবং ব্রাদার প্রেনার্ড যোসেফ কোড়াইয়া সিএসসি** আজীবনের জন্য সন্ন্যাসব্রত গ্রহণ করেন। ব্রাদার ক্লিন্টন যোসেফ মণ্ডল সিএসসি, খুলনা ধর্মপ্রদেশের কার্পাশডাঙ্গা ধর্মপল্লীর মি: সুধন টমাস মণ্ডল ও মিসেস সুখি মণ্ডল-এর তৃতীয় সন্তান। ব্রাদার প্রেনার্ড যোসেফ কোড়াইয়া সিএসসি, ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের তুমিলিয়া ধর্মপল্লীর চড়খোলা গ্রামের মি: হেমন্ত ইন্যানুয়েল কোড়াইয়া ও মিসেস শিখা আন্না কোড়াইয়া'র দ্বিতীয় সন্তান।

১৩ জুন, ২০২১ খ্রিস্টাব্দ, রবিবার সেন্ট লরেন্স গির্জা, কানাডা, মন্ট্রিয়াল সময় দুপুর ১২টা এবং বাংলাদেশ সময় রাত ১০:৩০ মিনিটে মহাখ্রিস্টযাগ শুরু হয়। উক্ত খ্রিস্টযাগে পৌরহিত্য করেন শ্রদ্ধেয় ফাদার টমাস গমেজ। খ্রিস্টযাগটি বাংলায় এবং ফ্রান্স উভয় ভাষায় উৎসর্গ করা হয়। ব্রত গ্রহণ করেন কানাডিয়ান প্রভিন্সের প্রভিন্সিয়াল শ্রদ্ধেয় ফাদার মারিও লেকাবালি। উক্ত খ্রিস্টযাগে উপস্থিত ছিলেন পবিত্র ক্রুশ সংঘের কিছুসংখ্যক ফাদার, ব্রাদার ও সিস্টারগণ। এ ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন কিছু প্রবাসী বাংলাদেশি খ্রিস্টভক্তগণ।

একটি আমন্ত্রণ

মণ্ডলীতে সেবাকাজের জন্য অনেক ব্রতধারী ব্রাদার প্রয়োজন। তুমি কি পবিত্র ক্রুশ (Holy Cross) সংঘের একজন ব্রাদার হয়ে ঈশ্বর ও মানুষের সেবায় ব্রতী হতে আগ্রহী?

সপ্তম থেকে দশম এবং একাদশ, দ্বাদশ, ডিগ্রী ও মাস্টারস্ পর্যায়ে কাথলিক ছাত্ররা ব্রাদার হওয়ার জন্য ইচ্ছা পোষণ করে থাকলে নিম্নঠিকানায় যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা হয়েছে।

আহ্বানে পরিচালক	পরিচালক	পরিচালক
পবিত্র ক্রুশ আলতপস্যালয়	পবিত্র ক্রুশ প্রার্থীগৃহ	পবিত্র ক্রুশ কিশোরালয়
৯৭, আসাদ এভিনিউ, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭	১৬ মুন্সি মোসেন লেন, নারিন্দা, ঢাকা-১১০০	গ্রাম ও ডাকঘর: নাগরী, গাজীপুর-১৪৬৩
মোবাইল : ০১৩০৪৫৩১৬৩৪, ০১৭৭৫০১২২৮৪	মোবাইল : ০১৮৭২৪১৬৭২৯, (০২) ৪৭১১৩৮৮৯	মোবাইল: ০১৮৫১২৮০৯৫০

বর্ষ ৮১ ❖ সংখ্যা - ২৫
THE WEEKLY PRATIBESHI
Issue - 25
বর্ষ ৮১ ❖ সংখ্যা - ২৫
Regd. No. DA-33
❖ 11 - 17 July, 2021, ২৭ আষাঢ় - ২ শ্রাবণ, ১৪২৮ বঙ্গাব্দ

BOOK POST

উইলিয়াম কেরী ইন্টারন্যাশনাল স্কুল
William Carey International School
Govt. Reg. No. 23/English
(Play Group to O' Level)
Cambridge Assessment International Education
Cambridge International School

Admission going on
2021-2022
Main Campus (Play-O' Level)
Savar Campus: (Play-Std: VI)
Session: July 2021- June 2022
Online Class Running

Dhaka Campus
Bangladesh Baptist Church, 70-D/1, Indira Road,
(West Razabazar) Sher-E-Bangla Nagar, Dhaka-1207.
Website: www.wcischool.org, Contact Number: +88 02 9112949, 01989283257

Savar Campus
National YMCA International Building
B-2, Jaleswar, Radio Colony
Bus Stand (পাশে), Savar.
+8801709127850, +8801709091205

Our Facilities:
- Air Conditioned Classrooms.
- Secured with CCTV Camera.
- Wide playground and newly constructed school building.
- Use of modern teaching methodology, Computer, Multimedia, Internet etc.
- Arrangement of indoor and outdoor games.
- Special Care for slow learners.
- Extra Curricular Activities.
- Standby Power Supply.
- Limited Seats.
- School Bus Available.

You are welcome to visit the school Campus along with your kids

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র বিজ্ঞাপনের হার

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র পক্ষ থেকে সকল গ্রাহক, পাঠক ও বিজ্ঞাপনদাতাদের জানাই শুভেচ্ছা। বিগত বছরগুলো আপনারা প্রতিবেশীকে যেভাবে সমর্থন, সাহায্য-সহযোগিতা করেছেন তার জন্য আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাই। প্রত্যাশা রাখি এ বছরও আপনাদের প্রচুর সমর্থন পাবো।

১. শেষ কভার		
ক) পূর্ণ পাতা (৪ রঙ্গা ছবিসহ)	=	১২,০০০/- (বার হাজার টাকা মাত্র)
খ) অর্ধেক পাতা (৪ রঙ্গা ছবিসহ)	=	৬,০০০/- (ছয় হাজার টাকা মাত্র)
২. শেষ ইনার কভার		
ক) পূর্ণ পাতা (৪ রঙ্গা ছবিসহ)	=	১০,০০০/- (দশ হাজার টাকা মাত্র)
খ) অর্ধেক পাতা (৪ রঙ্গা ছবিসহ)	=	৫,০০০/- (পাঁচ হাজার টাকা মাত্র)
৩. প্রথম ইনার কভার		
ক) পূর্ণ পাতা (৪ রঙ্গা ছবিসহ)	=	১০,০০০/- (দশ হাজার টাকা মাত্র)
খ) অর্ধেক পাতা (৪ রঙ্গা ছবিসহ)	=	৫,০০০/- (পাঁচ হাজার টাকা মাত্র)
৪. ভিতরের সাদাকালো (যে কোন জায়গায়)		
ক) সাধারণ পূর্ণ পাতা	=	৬,০০০/- (ছয় হাজার টাকা মাত্র)
খ) সাধারণ অর্ধেক পাতা	=	৩,৫০০/- (তিন হাজার পাঁচশত টাকা মাত্র)
গ) সাধারণ কোয়ার্টার পাতা	=	২,০০০/- (দুই হাজার টাকা মাত্র)
ঘ) প্রতি কলাম ইঞ্চি	=	৫০০/- (পাঁচশত টাকা মাত্র)

যোগাযোগের ঠিকানা-
সাপ্তাহিক প্রতিবেশী
সার্কুলেশন ও বিজ্ঞাপন বিভাগ
অফিস চলাকালিন সময়ে : ৪৭১১৩৮৮৫
wklypratibeshi@gmail.com

অফিস সময়সূচী :
শনিবার থেকে বুধবার : ৯টা থেকে ৫টা
বৃহস্পতিবার : ৯টা থেকে ১২টা
শুক্রবার বন্ধ

Edited & Published by **Fr. Bulbul Augustine Rebeiro,** Christian Communications Centre, 61/1, Subhash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100, Bangladesh, Phone : (880-2) 47113885, Printed at Jerry Printing, 61/1, Subhash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100, Phone : 47113885, E-Mail : **wklypratibeshi@gmail.com,** Web: weekly.pratibeshi.org